শিক্ষক সহায়িকা

ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান

অষ্টম শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন

শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন

● ১০ই জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ মধ্যরাতে পাকিস্তান সেনাবাহিনী নিরীহ, নিরস্ত্র বাঙালিদের উপর হামলা করে এবং নির্বিচারে হত্যাযজ্ঞ চালায়। ২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা দেওয়ার পর পাকিস্তান সেনাবাহিনী তাঁকে গ্রেপ্তার করে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি রাখে। দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধ শেষে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু স্বাধীন বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের মধ্য দিয়ে আমাদের বিজয় পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

● ১৭ই মে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের অন্যান্য সদস্যকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। এ সময়ে বঙ্গবন্ধুর দুই কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা জার্মানিতে অবস্থান করায় প্রাণে রক্ষা পান। কিন্তু তাঁদের দেশে ফেরার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে তৎকালীন শাসকগোষ্ঠী। বিদেশে অবস্থানকালেই শেখ হাসিনা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন এবং জনতার আহ্বানে সাড়া দিয়ে ৬ বছরের নির্বাসিত, দুঃসহ প্রবাস জীবনের সমাপ্তি টেনে পিতার স্বপ্ন বাস্তবায়নের দৃঢ় সংকল্প নিয়ে ১৯৮১ সালের ১৭ই মে বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করেন ।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২২ অনুযায়ী প্রণীত
এবং ২০২৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে অষ্টম শ্রেণির জন্য নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তক

শিক্ষক সহায়িকা

ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান

অষ্টম শ্রেণি

(পরীক্ষামূলক সংস্করণ)

রচনা

আবুল মোমেন
অধ্যাপক ড. আকসাদুল আলম
অধ্যাপক ড. স্বপন চন্দ্র মজুমদার
অধ্যাপক ড. মোঃ আতিকুর রহমান
অধ্যাপক ড. শারমিন আখতার
ড. মোঃ মাসুদ-আল-কামাল
জেরিন আক্তার
ড. মীর আবু সালেহ শামসুদ্দীন
মুহম্মদ নিজাম
সিদ্দিক বেলাল
উমা ভট্টাচার্য্য
শেখ নূর কুতুবুল আলম

সম্পাদনা

আবুল মোমেন
অধ্যাপক ড. আকসাদুল আলম

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

৬৯-৭০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা ১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০২৩

শিল্পনির্দেশনা

মঞ্জুর আহমদ

প্রচ্ছদ

রাসেল রানা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গকথা

পরিবর্তনশীল এই বিশ্বে প্রতিনিয়ত বদলে যাচ্ছে জীবন ও জীবিকা। প্রযুক্তির উৎকর্ষের কারণে পরিবর্তনের গতিও হয়েছে অনেক দ্রুত। দ্রুত পরিবর্তনশীল এই বিশ্বের সঙ্গে আমাদের খাপ খাইয়ে নেওয়ার কোনো বিকল্প নেই। কারণ প্রযুক্তির উন্নয়ন ইতিহাসের যেকোনো সময়ের চেয়ে এগিয়ে চলেছে অভাবনীয় গতিতে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লব পর্যায়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিকাশ আমাদের কর্মসংস্থান এবং জীবনযাপন প্রণালিতে যে পরিবর্তন নিয়ে আসছে তার মধ্য দিয়ে মানুষে মানুষে সম্পর্ক আরও নিবিড় হবে। অদূর ভবিষ্যতে অনেক নতুন কাজের সুযোগ তৈরি হবে যা এখনও আমরা জানি না। অনাগত সেই ভবিষ্যতের সাথে আমরা যেন নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারি তার জন্য এখনই প্রস্তুতি গ্রহণ করা প্রয়োজন।

পৃথিবী জুড়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটলেও জলবায়ু পরিবর্তন, বায়ুদূষণ, অভিবাসন এবং জাতিগত সহিংসতার মতো সমস্যা আজ অনেক বেশি প্রকট। দেখা দিচ্ছে কোভিড ১৯-এর মতো মহামারি যা সারা বিশ্বের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা এবং অর্থনীতিকে থমকে দিয়েছে। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় সংযোজিত হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন চ্যালেঞ্জ এবং সম্ভাবনা।

এসব চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনার দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে তার টেকসই ও কার্যকর সমাধান এবং আমাদের জনমিতিক সুফলকে সম্পদে রূপান্তর করতে হবে। আর এজন্য প্রয়োজন জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন দূরদর্শী, সংবেদনশীল, অভিযোজন-সক্ষম, মানবিক, বৈশ্বিক এবং দেশপ্রেমিক নাগরিক। এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পদার্পণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। শিক্ষা হচ্ছে এই লক্ষ্য অর্জনের একটি শক্তিশালী মাধ্যম। এজন্য শিক্ষার আধুনিকায়ন ছাড়া উপায় নেই। আর এই আধুনিকায়নের উদ্দেশ্যে একটি কার্যকর যুগোপযোগী শিক্ষাক্রম প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের একটি নিয়মিত কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম হলো শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও পরিমার্জন। সর্বশেষ শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করা হয় ২০১২ সালে। ইতোমধ্যে অনেক সময় পার হয়ে গিয়েছে। প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও উন্নয়নের। এই উদ্দেশ্যে শিক্ষার বর্তমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণ এবং শিখন চাহিদা নিরূপণের জন্য ২০১৭ থেকে ২০১৯ সালব্যাপী এনসিটিবির আওতায় বিভিন্ন গবেষণা ও কারিগরি অনুশীলন পরিচালিত হয়। এসব গবেষণা ও কারিগরি অনুশীলনের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে নতুন বিশ্ব পরিস্থিতিতে টিকে থাকার মতো যোগ্য প্রজন্ম গড়ে তুলতে প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণির অবিচ্ছিন্ন যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম উন্নয়ন করা হয়েছে।

যোগ্যতাভিত্তিক এ শিক্ষাক্রমের সফল বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন যথোপযুক্ত শিখন সামগ্রী। এ শিখন সামগ্রীর মধ্যে শিক্ষক সহায়িকার ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। যেখানে পাঠ্যপুস্তকের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় অন্যান্য শিখন সামগ্রী ব্যবহার করে কীভাবে শ্রেণি কার্যক্রমকে যৌক্তিকভাবে আরও বেশি আনন্দময় এবং শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক করা যায় তার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। শ্রেণি কার্যক্রমকে শুধু শ্রেণিকক্ষে সীমাবদ্ধ না রেখে এর বাইরেও নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সুযোগ রাখা হয়েছে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের। সকল ধারার (সাধারণ, মাদ্রাসা ও কারিগরি) শিক্ষকবৃন্দ এ শিক্ষক সহায়িকা অনুসরণ করে শিখন কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। আশা করা যায়, প্রণীত এ শিক্ষক সহায়িকা আনন্দময় এবং শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

শিক্ষক সহায়িকা প্রণয়নে সুবিধাবঞ্চিত ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীর বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়নের ক্ষেত্রে ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির বানানরীতি অনুসরণ করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, পরিমার্জন, চিত্রাঙ্কন ও প্রকাশনার কাজে যাঁরা মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

পরীক্ষামূলক এই সংস্করণে কোনো ভুল বা অসংগতি কারো চোখে পড়লে এবং এর মান উন্নয়নের লক্ষ্যে কোনো পরামর্শ থাকলে তা জানানোর জন্য সকলের প্রতি বিনীত অনুরোধ রইল।

প্রফেসর মোঃ ফরহাদুল ইসলাম
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সাধারণ নির্দেশনা

পাঠ্যপুস্তকের অভিজ্ঞতা বিষয়ক: পাঠ্যপুস্তকের অভিজ্ঞতা ও এর সংশ্লিষ্ট অনুশীলনী কাজগুলো শিক্ষক সহায়িকায় উল্লেখ না থাকলেও শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতা পাঠে এবং অনুশীলন কাজের নির্দেশনা দিন ও সহায়তা প্রদান করুন।

দলীয় কাজ পরিচালনায়: দলীয় কাজের জন্য ৫-৬ জন শিক্ষার্থী নিয়ে দল গঠন করার নির্দেশনা দিন। দল গঠনের সময় খেয়াল রাখবেন যেনো প্রতিটি শিখন অভিজ্ঞতায় ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষার্থী নিয়ে দল গঠিত হয়। একটি দলই যেনো বার বার গঠন না করা হয়। প্রতি দলে বিভিন্ন কাজে দক্ষ ও পারদর্শী শিক্ষার্থীর সমন্বয় যেনো থাকে তা খেয়াল রাখুন। লক্ষ্য রাখুন একই শিক্ষার্থী/শিক্ষার্থীগণ যেনো দলগত কাজ বার বার উপস্থাপনা না করে। ক্লাসের বিভিন্ন দলীয় কাজের উপস্থাপনায় সব শিক্ষার্থী সামন সুযোগ নিশ্চিত করুন। প্রতিটি দলের উপস্থাপনা শেষে শিক্ষার্থীদের উপস্থাপনের সাথে সংশ্লিষ্ট কয়েকটি প্রশ্ন করে মতামত জানুন। এতে করে শিক্ষার্থীরা মনোযোগ সহকারে অন্য দলের উপস্থাপনা শুনবে।

একক কাজ পরিচালনায়: একক কাজটি শিক্ষার্থীদের নিজে করার স্বাধীনতা দিন। লক্ষ্য রাখুন কাজটি করতে শিক্ষার্থীর কোনো ধরণের সহায়তা প্রয়োজন কীনা। প্রয়োজনে শিক্ষার্থীকে জিজ্ঞেস করুন কাজটি কতটুকু সম্পন্ন হয়েছে? শিক্ষার্থীর কোনো সহযোগিতার প্রয়োজন আছে কী না।

অনুসন্ধানী কাজ পরিচালনায়: অনুসন্ধানী কাজ পরিচালনার আগে প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অনুমতি চেয়ে নিন। শিক্ষার্থীদের তথ্যদাতার কাছ থেকে অনুমতি নেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করুন। শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তার বিষয়ে সর্বোচ্চ মনোযোগ দিন।

ফিল্ড ট্রিপ বা মাঠ পরিদর্শনে: সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে মাঠ পরিদর্শনের কাজটি পরিচালনা করুন। শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তার বিষয়ে সর্বোচ্চ মনোযোগ দিন। শিক্ষার্থী সংখ্যার ওপর এবং মাঠের বাস্তবিক অবস্থা পর্যালোচনা করে কীভাবে নির্দিষ্ট সময়ে যথাযথভাবে মাঠ পরিদর্শনের কাজটি পরিচালনা করবেন সে বিষয়ে পরিকল্পনা করুন। নির্ধারিত দিনের কমপক্ষে এক সপ্তাহ আগে এই বিষয়ে পরিকল্পনার কাজটি সমাপ্ত করুন। প্রয়োজনে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সহায়তা নিন।

বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়: বিদ্যালয়ে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু সহ বিভিন্ন ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ ও গোত্রের শিক্ষার্থী থাকতে পারে। সবার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও সহনশীলতার দৃষ্টিভঙ্গি প্রদর্শন করুন। এছাড়া বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের প্রতি মনোযোগী হোন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করুন।

সূচিপত্র

বিজ্ঞানের দর্পণে সমাজ	১-৯
অনন্যতায় একাত্মতা	১০-১৫
মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও বঙ্গবন্ধু	১৬-১৮
সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস জানার উপায়	১৯-২১
সামাজিকীকরণ, সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ও সমাজ পরিবর্তন	২২-২৪
প্রেক্ষাপটের পরিবর্তন ও ব্যক্তির ভূমিকা, বিশ্ব প্রেক্ষাপটে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের বৈচিত্র্যময় গতিপথ	২৫-২৯
সুরক্ষিত রাখি প্রকৃতি ও মানুষের বন্ধন	৩০-৩৮
সম্পদের উৎপাদন ও সমতার নীতি	৩৯-৪৩

শিখন অভিজ্ঞতার নাম: বিজ্ঞানের দর্পনে সমাজ

শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা: ৮.১: প্রকৃতি ও সমাজের বিভিন্ন উপাদান কীভাবে ঐতিহাসিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট তৈরি করে তা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে অনুসন্ধান করতে পারা।

মোট সেশন সংখ্যা: ১৮টি **মোট কর্মঘণ্টা: ১২ ঘণ্টা**

সামগ্রিক কাজের বিবরণী:

এই পাঠে শিক্ষার্থীরা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের পরিমানগত পদ্ধতি সম্পর্কে জানবে। তারা চারটি মূল বিষয় নিয়ে অনুসন্ধান করার প্রক্রিয়া জানবে। বিষয়গুলো হলঃ শিক্ষার্থীদের এলাকা, অতীত কাল, সামাজিক উপাদান, প্রাকৃতিক উপাদান। এই ক্লাসে তারা হ্যাঁ বা না উত্তরের মাধ্যমে তথ্য দাতার কাছ থেকে উত্তর সংগ্রহ করে প্রাপ্ত তথ্য গ্রাফ ও টেবিলে উপস্থাপনের প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানবে।

তাদের নতুন শেখা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের পরিমানগত পদ্ধতি ব্যবহার করে প্রকৃতি ও সমাজের বিভিন্ন উপাদান কীভাবে ঐতিহাসিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট তৈরি করে তা উপস্থাপন করবে এবং যৌক্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহনের আচরণিক দক্ষতা প্রদর্শন করবে।

তারা তাদের প্রাপ্ত তথ্যকে কিভাবে প্রতিবেদন আকারে উপস্থাপন করেতে হয় তাও জানবে। একটি বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য কি ধরনের মূল্যবোধ শিক্ষার্থীদের অর্জন করা প্রয়োজন সেই সম্পর্কিত নির্দেশনাও পাঠে দেওয়া আছে।

শিক্ষার্থীরা শিখন-শেখানোর অভিজ্ঞতামূলক চক্রের বিভিন্ন ধাপে কি কি কার্যক্রম পরিচালনা করবে তা নিচে দেওয়া হল।

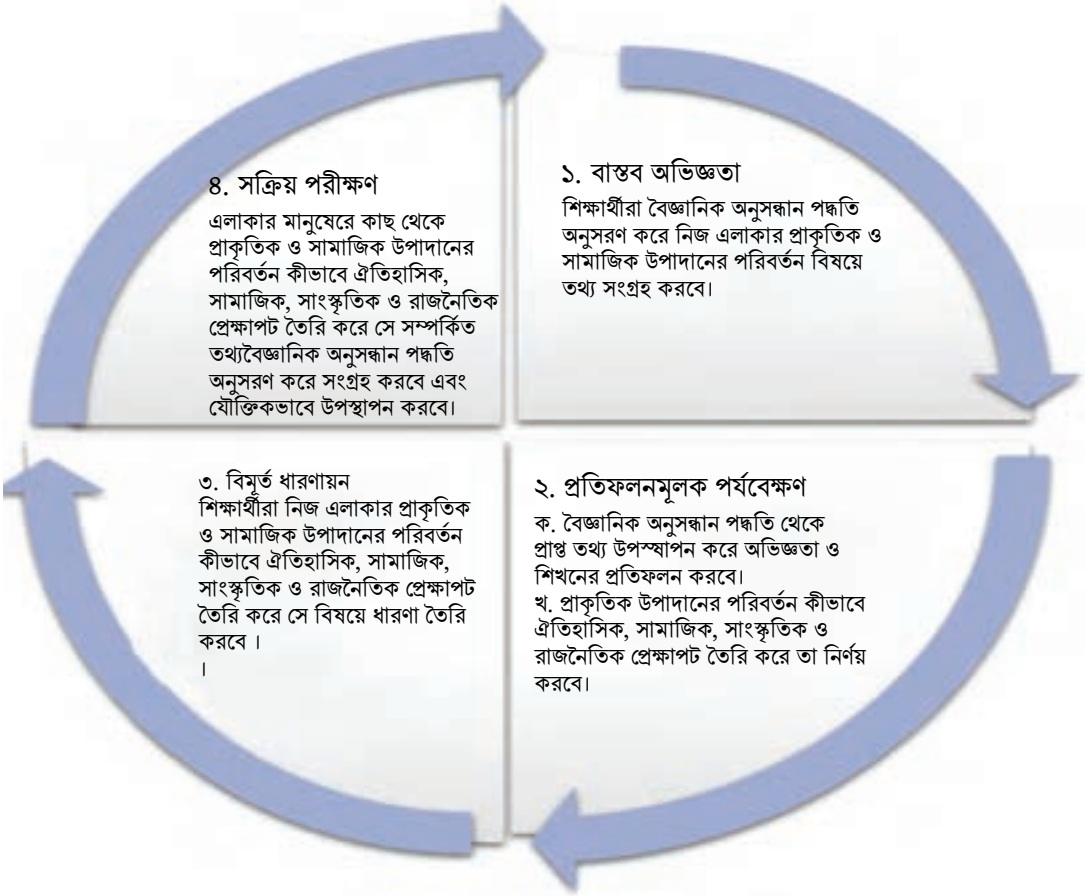

থিম নং	থিম	সেশন
১.	প্রকৃতি ও সমাজের বিভিন্ন উপাদানের পরিবর্তন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে অনুসন্ধান	সেশন ১-৮
২.	প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদানের পরিবর্তন কীভাবে ঐতিহাসিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট তৈরি করে তা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে অনুসন্ধান	সেশন ৯-১২
৩.	এলাকার সামাজিক ও প্রাকৃতিক উপাদানের পরিবর্তন কীভাবে ঐতিহাসিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট তৈরি করে তা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে অনুসন্ধান	সেশন ১৩-১৮

থিম ১: প্রকৃতি ও সমাজের বিভিন্ন উপাদানের পরিবর্তন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে অনুসন্ধান

শিক্ষার্থীদের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান পদ্ধতি অনুসরণ করে প্রকৃতি ও সমাজের বিভিন্ন উপাদানের পরিবর্তন সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করার একটি পদ্ধতি পাঠ্যপুস্তকে দেওয়া হয়েছে। এটিকে পরিমানগত পদ্ধতি বলা যায়। ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেনির মত এই শ্রেণিতেও তারা বিষয়বস্তু নির্ধারণ, তথ্যের উৎস নির্বাচন, তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি নির্ধারণ, তথ্য সংগ্রহ, তথ্য বিশ্লেষণ, ফলাফল ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং তথ্য উপস্থাপন করবে। এই শ্রেণিতে তারা তথ্য সংগ্রহের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নির্ধারণ করবে। তথ্য সংগ্রহ করবে তথ্য দাতার কাছে প্রশ্ন করার মাধ্যমে কিন্তু উত্তর হবে শুধুমাত্র হ্যাঁ বা না উত্তরের মাধ্যমে। শিক্ষার্থীদের প্রাপ্ত এই তথ্য তারা বিশ্লেষণ করবে গ্রাফ, চার্ট ও টেবিলের মাধ্যমে। তাই শিক্ষার্থীদের এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দেওয়া প্রয়োজন।

সেশন ১:

- পাঠ্যবইয়ে প্রদত্ত ছবিগুলো দেখে শিক্ষার্থীদের প্রাকৃতিক ও সামাজিক উপাদানগুলো নির্ণয় করতে সাহায্য করুন।
- শিক্ষার্থীরা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রাকৃতিক উপাদানের পরিবর্তন অনুসন্ধানে যে কোনো প্রাকৃতিক উপাদান যেমন- গাছপালা, নদী, পাহাড়, বনভূমি ইত্যাদি বেছে নিতে পারে। সেইসাথে সামাজিক উপাদানের পরিবর্তন অনুসন্ধানের জন্য পরিবার, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, কলকারখানা, যানবাহন ইত্যাদি বেছে নিতে পারে।
- শিক্ষার্থীরা তথ্য অনুসন্ধানের এক বা একাধিক উদ্দেশ্য নির্ধারণ করবে। শিক্ষার্থীরা ২০ বছর বা যেকোনো

সময়ের মধ্যে কি পরিবর্তন হয়েছে তা নির্ণয় করবে। উদ্দেশ্য অনুসারে তারা তথ্যের উৎস এবং তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি নির্বাচন করবে।

- শিক্ষার্থীরা কোন ধরনের উৎস কেনো বেছে নিয়েছে তারও বিবরণ থাকা প্রয়োজন। যেমন এই পাঠে শিক্ষার্থীরা তার এলাকার নূন্যতম ৩০ বছর বয়সের মানুষকে বেছে নিবে। কারণ ২০ বছর আগে ও বর্তমানে এলাকার যে পরিবর্তন হয়েছে তা মনে রাখতে হলে তথ্যদাতার বয়স নূন্যতম ৩০ বছর হওয়া প্রয়োজন।

সেশন ২-৩

- পাঠ্যবিষয়ে উল্লেখিত শিক্ষার্থীদের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ধাপগুলো বুঝিয়ে দিন।
- তথ্যদাতার কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহের সময় কিছু নৈতিক বিষয় লক্ষ্য করা প্রয়োজন। এ বিষয়গুলো বক্স আকারে পাঠ্যবইয়ে দেওয়া আছে। এ বিষয়গুলো শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে বলুন।

তথ্যগ্রহণের সময় করণীয়ঃ

১. অবশ্যই উত্তরদাতার কাছ থেকে সম্মতি নিতে হবে।

২. শিক্ষার্থীরা তথ্যদাতাকে জানিয়ে রাখবে সংগৃহিত উত্তর শুধুমাত্র তাদের এই বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান পদ্ধতিতে ব্যবহার করবে। অন্যকোনো উদ্দেশ্যে নয়।

৩. কতটুকু সময় লাগতে পারে তা উত্তরদাতাকে জানানো।

৪. তিনি সময় দিতে পারবেন কি না তা জেনে নেওয়া।

৫. উত্তরদাতা যদি উত্তর দেওয়ার কোনো এক সময় উত্তর প্রদান করতে অনিচ্ছা প্রদর্শন করেন সে মুহূর্তেই প্রশ্ন করা বন্ধ করে দেওয়া।

৬. উত্তর দাতার উত্তর ঠিক না ভুল হয়েছে এ ধরনের কোনো কথা না বলা যেনো উত্তরদাতা সম্পূর্ণ নিজের মতামত ব্যক্ত করতে পারেন।

- এরপর প্রয়োজনে মৌখিক প্রশ্নের মাধ্যমে তাদের কাছে এই করণীয় বিষয়গুলো সম্পর্কে জানতে চান।
- তথ্য সংগ্রহের জন্য যে প্রশ্নমালা পাঠ্যবইতে দেওয়া আছে সেখানে তথ্যদাতার নাম, বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা, বয়স সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়েছে। যদি কোনো তথ্যদাতা নাম, বয়স বলতে না চান তবে তার পরিচয় গোপন রাখার জন্য শিক্ষার্থীদের নির্দেশনা দিন। তথ্য সংগ্রহের জন্য তথ্যদাতার উপর কোনরকম চাপ দেওয়া যাবে না সে বিষয়টিও বুঝিয়ে বলুন।

সেশন ৪-৫:

- পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত প্রশ্নমালার প্রশ্নগুলো এমন হওয়া প্রয়োজন যেনো হ্যাঁ বা নাতে উত্তর দেওয়া যায়। তাই শিক্ষার্থীরা প্রশ্ন তৈরির করার সময় এ বিষয়টি যেনো খেয়াল রাখে তা বুঝিয়ে বলুন।

- পাঠ্যপুস্তকে কোডিংয়ের বিষয় বলা হয়েছে। এই পাঠে সামাজিক ও প্রাকৃতিক উপাদানের বিভিন্ন নামের বিপরীতে একটি করে সংখ্যা দিয়ে একটি কোডিং দেওয়া হয়েছে।

যে যে উপাদানের পরিবর্তন হয়েছে	কোডিং	হ্যাঁ বলেছেন	না বলেছেন
গাছপালা	১	২ জন	২৮ জন
পুকুর	২	১৫ জন	১৫ জন
রাস্তা-ঘাট	৩	২০ জন	১০ জন
বাড়িঘর	৪	২২ জন	৮ জন
যানবাহন	৫	২৮ জন	২ জন
পোশাক	৬	১৫ জন	১৫ জন
তৈজসপত্র	৭	২০ জন	১০ জন

- পাঠ্য বইতে কোডিংয়ের পাশাপাশি কাল্পনিকভাবে কতজন হ্যাঁ বা না তে উত্তর দিয়েছেন তা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু শিক্ষার্থীরা যখন তাদের নিজেদের এলাকার মানুষের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করবে তখন হ্যাঁ বা না এর ক্ষেত্রে উত্তরদাতার সংখ্যা অবশ্যই ভিন্ন হবে।

- শিক্ষার্থীরা তাদের প্রাপ্ত তথ্য কিভাবে গ্রাফ পেপারে স্তম্ভচিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করবে তা বুঝিয়ে দিন। স্তম্ভ চিত্রের অনুভূমিক বরাবর 1 নং কোডিংয়ের মাধ্যমে গাছপালার পরিবর্তন বুঝানো হয়েছে। অন্যদিকে, উলম্ব বরাবর সংখ্যা দিয়ে তথ্যদাতা বা মতামত প্রদানকারীর সংখ্যা বুঝানো হয়েছে। যেমন 1 নং কোডের বিপরীতে ২জন হ্যাঁ এবং ২৮ জন না বলেছেন। 'হ্যাঁ' কে নীল রং এবং 'না' কে হলুদ রং দিয়ে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ ২জন তথ্যপ্রদানকারী বা উত্তরদাতা মনে করেন এলাকার গাছপালার পরিবর্তন হয়েছে এবং ২৮ জন মনে করেন গাছপালার পরিবর্তন হয়নি। অনুরূপভাবে অনুভূমিক বরাবর ক্রমান্বয়ে 2, 3, 4, 5, 6 ও 7 নং কোডিং দ্বারা পুকুর, রাস্তাঘাট, বাড়িঘর, যানবাহন, পোশাক ও তৈজসপত্র বুঝানো হয়েছে। প্রতিটি কোডিংয়ের বিপরীতে উলম্ব বরাবর হ্যাঁ বা না তে মতামত প্রদানকারীর সংখ্যা দেওয়া আছে।

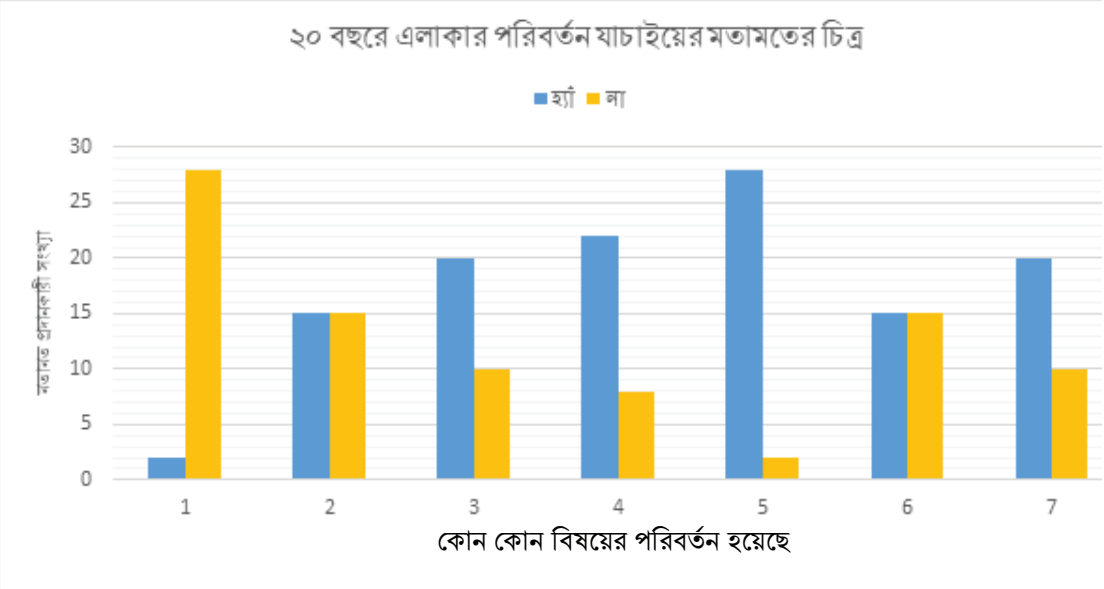

সেশন ৬-৭:

- এখন শিক্ষার্থীদের প্রাপ্ত তথ্য থেকে কীভাবে প্রতিবেদন লিখতে হয় তা বুঝিয়ে দিন। প্রতিবেদন লেখার সময় কি কি বিষয় বিস্তারিত লিখতে হবে তা ধারাবাহিকভাবে বুঝিয়ে বলুন।

অনুসন্ধানের বিষয়ঃ আমার এলাকার প্রাকৃতিক ও সামাজিক উপাদানের পরিবর্তন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অনুসন্ধান।

অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যঃ

- আমার এলাকার ২০ বছর আগের প্রাকৃতিক উপাদানের পরিবর্তন নির্ণয়।
- আমার এলাকার ২০ বছর আগের সামাজিক উপাদানের পরিবর্তন নির্ণয়।

তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতিঃ এই বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান প্রক্রিয়ায় ২০ বছর আগের আমার এলাকার প্রাকৃতিক ও সামাজিক উপাদানগুলোর পরিবর্তন হয়েছে কি না তা যাচাই করা হয়েছে। এজন্য ৩০ জন লোকের কাছ থেকে মতামত নেওয়া হয়েছে। যাদের বয়স কমপক্ষে ৩০ বছর। কারণ, ২০ বছর আগের এলাকার অবস্থা মনে করে পরিবর্তন বলতে হলে উত্তরদাতার বয়স বর্তমানে কমপক্ষে ৩০ বছর হওয়া প্রয়োজন। উত্তরদাতার কাছ থেকে উত্তর নেওয়ার জন্য একটি প্রশ্নমালা তৈরি করা হয়েছে যেখানে তথ্যদাতা হ্যাঁ ও না তে উত্তর দিবে।

তথ্যদাতার কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহের আগে তার সম্মতি নেওয়া হয়েছে।

প্রাপ্ত তথ্য উপস্থাপন: ৩০জন উত্তরদাতার প্রাপ্ত তথ্য নিচে স্তম্ভচিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করা হলোঃ

প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণঃ

প্রাকৃতিক উপাদান হিসেবে আমি আমার এলাকার গাছপালা ও পুকুরকে বেছে নিয়েছি। বেশিরভাগ উত্তরদাতার অভিমত এলাকার গাছপালার পরিমান একই রকম আছে। মাত্র ২জনের অভিমত গাছপালার পরিমানে বেড়েছে বা কমেছে।

অপরদিকে, সামাজিক উপাদান হিসেবে আমি রাস্তা-ঘাট, বাড়িঘর, যানবাহন, পোশাক ও তৈজসপত্রকে বেছে নিয়েছি। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক উত্তরদাতার অভিমত এলাকার রাস্তাঘাট, যানবাহন ও ব্যবহৃত তৈজসপত্রের পরিবর্তন হয়েছে। অর্ধেক সংখ্যক তথ্যদাতা মনে করেন এলাকার পোশাক পরিচ্ছদ পরিবর্তন হয়েছে।

যৌক্তিক সিদ্ধান্ত:

এলাকার প্রাকৃতিক ও সামাজিক উপাদানগুলো গত ২০ বছরে পরিবর্তিত হয়েছে কিনা তা যাচাই করতে গিয়ে দেখা গেলো বেশি সংখ্যক ব্যক্তি মনে করেন এলাকার পরিবর্তন হয়েছে। অন্যদিকে বেশিসংখ্যক উত্তরদাতা যেহেতু শিক্ষিত ও সচেতন তাই এটা বলা যেতে পারে যে তারা পরিবর্তনগুলো সহজে সনাক্ত করতে পেরেছেন ।

সেশন ৮-১০:

- এখন শিক্ষার্থীদের **অনুসন্ধানী কাজ ১** বুঝিয়ে দিন। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের পদ্ধতিগুলো অনুসরণ করে তাদের এলাকার সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবর্তনের তথ্য সংগ্রহ করতে বলুন। কাজটি তারা দলগতভাবে করবে। এজন্য শিক্ষার্থীদের ৫-৬ জনের করে একটি দল গঠন করতে বলুন।
- তথ্য সংগ্রহের পর তাদের প্রাপ্ত তথ্যকে গ্রাফ পেপারে উপস্থাপন করতে বলুন। এরপর দলগতভাবে প্রতিবেদন লেখার নির্দেশনা দিন। প্রতিটি দল একটি প্রতিবেদন লিখে জমা দিবে।
- শিক্ষার্থীদের দলগত কাজের মূল্যায়নের রুব্রিক্স নিচে দেওয়া হল। শিক্ষার্থী কাজের মূল্যায়ন রুব্রিক্স পূরণ করার সময় শিক্ষার্থীদের দলগত কাজকে ক্লাসে মৌখিকভাবে উপস্থাপন করতে বলুন। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান কাজটি কিভাবে করেছে? এই কাজটি করার সময় কোনো উল্লেখযোগ্য ঘটনা থাকলে তাও উপস্থাপন করা। দলের সবাই কিভাবে পুরো কাজটি করতে সহায়তা করেছে সে বিষয়ে আলোকপাত করা ইত্যাদি। উপস্থাপনটি যেনো প্রাণবন্ত ও উপভোগপূর্ণ হয় সেদিকে খেয়াল রাখুন। রুব্রিক্স পূরণ করে প্রতিটি দলের কাজের জন্য আপনার মতামত প্রদান করুন।

দলগত কাজের মূল্যায়ন রুব্রিক্স

দল	শিক্ষার্থীর নাম	দলগত কাজে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করছে	দলের অন্যের মতামত গ্রহণ করছে	দলে অন্যকে অংশগ্রহনে উদ্বুদ্ধ করছে
দল ১				
দল ২				
দল ৩				
দল ৪				
দল ৫				

থিম ২: প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদানের পরিবর্তন কীভাবে ঐতিহাসিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট তৈরি করে তা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে অনুসন্ধান

সেশন ১১-১২:

- শিক্ষার্থীরা একটি পত্রিকার আর্টিকেল পড়বে। আর্টিকেলটি প্রাকৃতিক উপাদানের পরিবর্তন কীভাবে ঐতিহাসিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট তৈরি করে তা নির্ণয় করতে সহায়তা করবে।
- শিক্ষার্থীদের জলবায়ুর পরিবর্তন ও বাংলাদেশ শীর্ষক পত্রিকার আর্টিকেলটি পাঠ করতে বলুন। আর্টিকেল পাঠ শেষে ঐতিহাসিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট নির্ণয়ের ছকটি পড়তে বলুন।

এই প্রেক্ষাপটগুলো বুঝিয়ে দিন। যেমন প্রকৃতির উপাদান যেমন জলবায়ুর পরিবর্তন বিশ্বব্যাপী **ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট** তৈরি করেছে যেমন কিউটো সম্মেলন, প্যারিস ও কোপ সম্মেলন সংগঠিত হয়েছে যা মানুষের মধ্যে

এ বিষয়ে সচেতনতা তৈরির জন্য কাজ করছে। সেইসাথে **সামাজিক প্রেক্ষাপট** যেমন নগরায়ন, যানবাহন, কলকারখানার ধোঁয়া এবং বনভূমি ধ্বংস করা এই জলবায়ুর পরিবর্তনে ভূমিকা রাখছে। আদিবাসী বা বন নির্ভর সম্প্রদায় যাদের জীবন-জীবিকা ও **সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড** বনভূমির সাথে সরাসরি জড়িত তাদেরকে বনরক্ষায় এবং জলবায়ুর পরিবর্তন নিরসনের উপায় হিসেবে সুপারিশ করা হয়েছে। জলবায়ুর পরিবর্তন বিভিন্ন **রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট** তৈরি করছে যেমন জাতীয় নীতিমালা ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার কথাও বলা হয়েছে।

থিম ৩: এলাকার সামাজিক ও প্রাকৃতিক উপাদানের পরিবর্তন কীভাবে ঐতিহাসিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট তৈরি করে তা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে অনুসন্ধান

সেশন ১৩-১৮:

- শিক্ষার্থীদের শিক্ষার্থীদের অনুসন্ধানী কাজ ২ বুঝিয়ে দিবেন।
- শিক্ষার্থীদের কাজটি দলগতভাবে করার নির্দেশনা দিন।
- শিক্ষার্থীরা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান পদ্ধতি অনুসরণ করে এলাকার যে কোনো একটি সামাজিক উপাদান বা প্রাকৃতিক উপাদানের পরিবর্তন কীভাবে বিভিন্ন প্রেক্ষাপট: ঐতিহাসিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট তৈরি করে সে বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করে উপস্থাপন করতে বলুন। যেমন, একটি সামাজিক উপাদানের পরিবর্তন হতে পারে এলাকার রাস্তাঘাট উন্নয়ন। রাস্তাঘাট উন্নয়নে এলাকার ঐতিহাসিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটগুলো নির্ণয় করতে হবে।
- শিক্ষার্থীদের তাদের নিজের মতো করে এলাকার যেকোন একটি সামাজিক বা প্রাকৃতিক উপাদানের পরিবর্তন নির্ণয় করার স্বাধীনতা দিন।
- এরপর এই উপাদানের পরিবর্তন কীভাবে ঐতিহাসিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট তৈরি করে সেই তথ্য অনুসন্ধান পদ্ধতি অনুসরণ করে সংগ্রহ করতে বলুন।
- শিক্ষার্থীরা হয়তো সবগুলো প্রেক্ষাপট নির্ণয় করতে পারবেনা। তাই সর্বাধিক যতগুলো প্রেক্ষাপট নির্ণয় করতে পারে সে বিষয়ে সহায়তা করুন।
- শিক্ষার্থীরা প্রতিবেদন/পোস্টার পেপার/অব্যবহৃত কাগজ/পাওয়ার পয়েন্টে তাদের তথ্য উপস্থাপন করতে পারবে তা বুঝিয়ে বলুন।
- দলগতভাবে নির্ধারণ করতে বলুন তারা তাদের কাজটি কীভাবে উপস্থাপন করবে। সে অনুযায়ী কাজ পরিচালনায় সহায়তা প্রদান করুন।

শিখন অভিজ্ঞতার নাম: অনন্যতায় একাত্মতা

শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা ৮.২: পারিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ভৌগোলিক, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে আত্মপরিচয় গড়ে ওঠার প্রক্রিয়া বিবেচনায় নিয়ে প্রতিটি মানুষের অনন্যতা এবং তার ফলে তৈরি হওয়া বৈচিত্র্য অন্বেষণ করতে পারা।

মোট সেশন সংখ্যা: ১৫টি **মোট কর্মঘণ্টা: ১০ ঘণ্টা**

সামগ্রিক কাজের বিবরণী:

এই অভিজ্ঞতায় শিক্ষার্থীরা তাদের নিজ ও সহপাঠীদের আত্মপরিচয়ের মিল ও অমিল খুঁজে বের করবে। এরপর নিজ পরিবারের পরিচয় সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করবে। প্রাপ্ত তথ্য ও তাদের পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত অভিজ্ঞতা/অন্যান্য বই/ ইন্টারনেট ইত্যাদির মাধ্যমে পারিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ভৌগোলিক, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে আত্মপরিচয় গড়ে ওঠার প্রক্রিয়া অনুধাবন করবে। এরপর সহপাঠীদের আত্মপরিচয়ের প্রেক্ষাপটের মিল ও অমিল বের করে নিজেদের অনন্যতা ও বৈচিত্র্য নির্ণয় করবে। এই অনন্যতা ও বৈচিত্র্য ধরে রাখার জন্য শ্রেণিকক্ষের সবার সহাবস্থান ও ভ্রাতৃত্ব বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করবে। এইজন্য বিদ্যালয়ে পালনীয় কয়েকটি নীতিমালা শিক্ষার্থীরা নির্ধারণ করবে যা তারা সারা বছর ব্যাপী অনুসরণ করবে।

শিক্ষার্থীরা শিখন-শেখানোর অভিজ্ঞতামূলক চক্রের বিভিন্ন ধাপে কি কি কার্যক্রম পরিচালনা করবে তা নিচে দেওয়া হল:

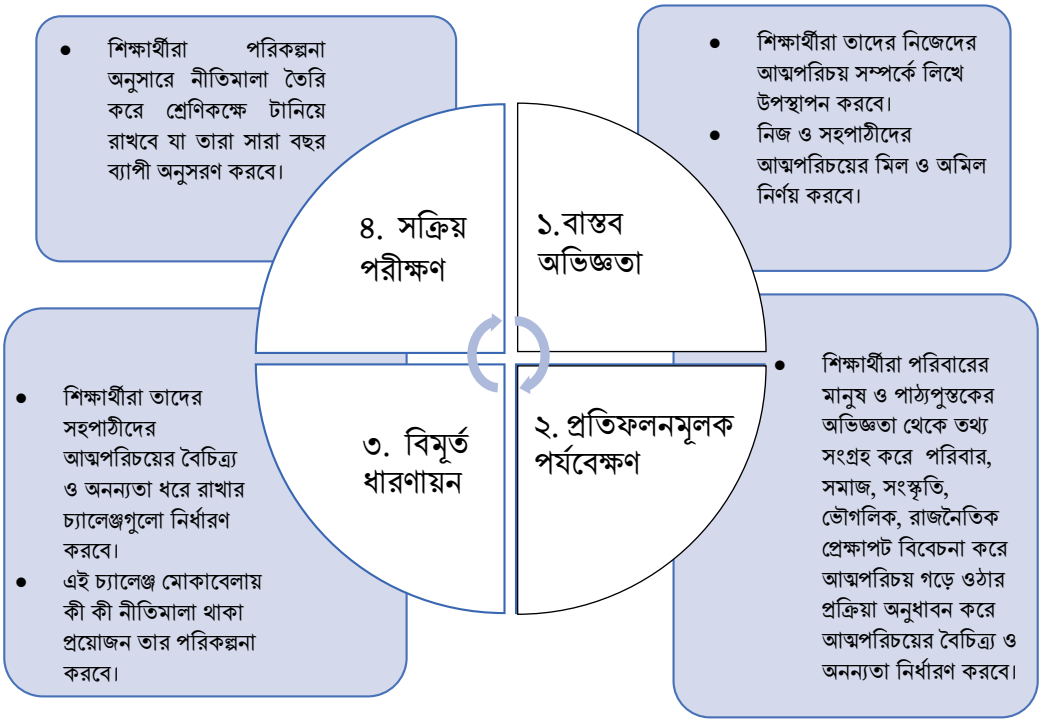

থিম নং	থিম	সেশন
১.	নিজ ও সহপাঠীর আত্মপরিচয়ের সাদৃশ্য ও ভিন্নতা খুঁজে মিল ও অমিল নির্ণয়	১-৩
২.	পারিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ভৌগোলিক, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে আত্মপরিচয় গড়ে ওঠার প্রক্রিয়া অনুধাবন করে অনন্যতা ও বৈচিত্র্য নির্ধারণ	৪-১১
৩.	আত্মপরিচয় গড়ে ওঠার প্রক্রিয়া বিবেচনায় নিয়ে অনন্যতা ও বৈচিত্র্য ধরে রাখার চ্যালেঞ্জ নির্ধারণ ও তা মোকাবেলার জন্য নীতিমালা অনুসরণ	১২-১৫

থিম ১: নিজ ও সহপাঠীর আত্মপরিচয়ের সাদৃশ্য ও ভিন্নতা খুঁজে মিল ও অমিল নির্ণয়

সেশন ১:

- এটি একটি একক কাজ। প্রতি শিক্ষার্থীকে তার নিজের আত্মপরিচয় সম্পর্কে লিখতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা নিচের দেখানো ছবির মতো করে নিজের আত্মপরিচয় লিখে আনতে পারে।
-

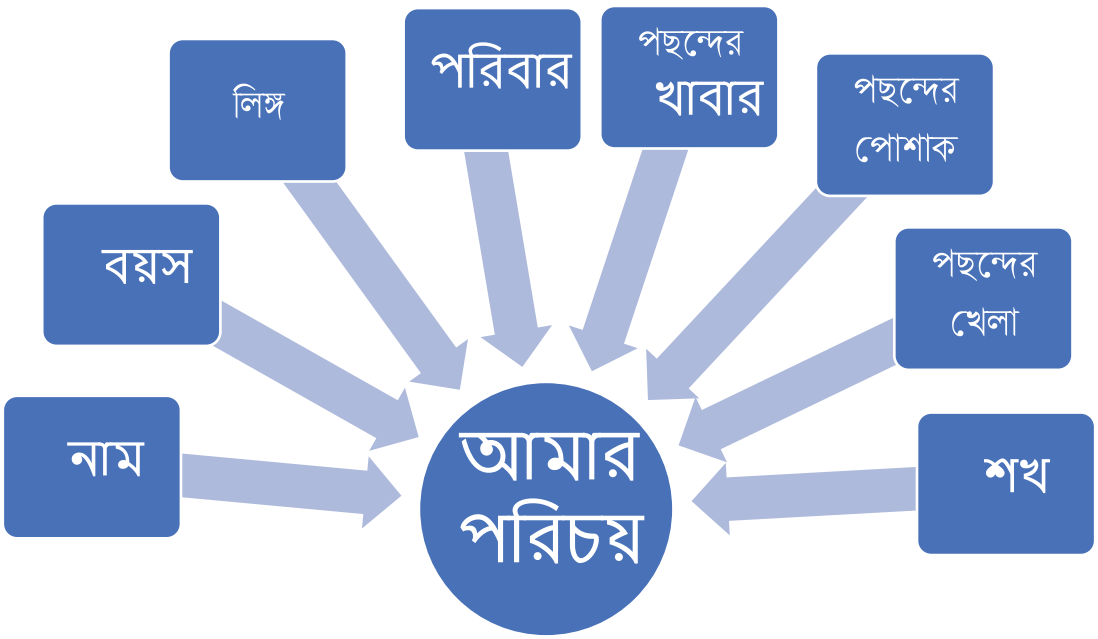

আত্ম পরিচয়ের নমুনা চিত্র

- শিক্ষার্থীরা উপরের কয়েকটি বিষয় ছাড়াও অন্যান্য আরো অনেক বিষয় সম্পর্কে তাদের নিজেদের আত্মপরিচয় লিখতে পারে। তাদের আত্মপরিচয় লেখার বিষয়ে পূর্ণ স্বাধীনতা দিন।

সেশন ২:

- শিক্ষার্থীদের নিজের আত্মপরিচয়ের সাথে সহপাঠীর আত্মপরিচয়ের কোন দিকগুলো মিল ও অমিল আছে তা খুঁজে বের করার জন্য নির্দেশনা দিন।
- এই জন্য শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে ভাগ হতে বলুন। প্রতি দলে ৫-৬ জন করে শিক্ষার্থী থাকার নির্দেশনা দিন।
- শিক্ষার্থীদের দলে নিজেদের আত্মপরিচয় নিয়ে আলোচনা করবে। প্রতিদলের সদস্যদের আত্মপরিচয়ের মিল ও অমিলের তালিকা করতে বলুন।

সেশন ৩:

- শিক্ষার্থীদের প্রতিদল থেকে ১-২ জন আত্মপরিচয়ের মিল ও অমিল উপস্থাপন করতে বলুন।
- অন্যান্য শিক্ষার্থীদের এই উপস্থাপনা মনোযোগ সহকারে শুনতে বলুন। বিভিন্ন দলের উপস্থাপন থেকে তারা আত্মপরিচয়ের ভিন্নতা ও সাদৃশ্যগুলো অনুধাবন করবে।
- আত্মপরিচয়ের এই ভিন্নতা ও সাদৃশ্যই যে তাদেরকে বৈচিত্রময় ও অনন্য করেছে তা আলোচনা করে বুঝিয়ে দিন।

থিম ২: পারিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ভৌগোলিক, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে আত্মপরিচয় গড়ে ওঠার প্রক্রিয়া অনুধাবন করে অনন্যতা ও বৈচিত্র্য নির্ধারণ

সেশন ৪:

- এটি একটি একক কাজ। তাই প্রতি শিক্ষার্থীকে নিজ পরিবারের মানুষের কাছ থেকে ‘আমার পরিবার’ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য নির্দেশনা দিবেন।
- তাদের নিজ পরিবার সম্পর্কে নিচের বিষয়গুলোর উপর তথ্য সংগ্রহ করার জন্য প্রশ্ন তৈরি করতে বলবেন।
- শিক্ষার্থীদের তৈরি করা প্রশ্নগুলো দেখে
- দিবেন যেনো যথাযথ তথ্য তারা সংগ্রহ করতে পারে।

আমার পরিবার

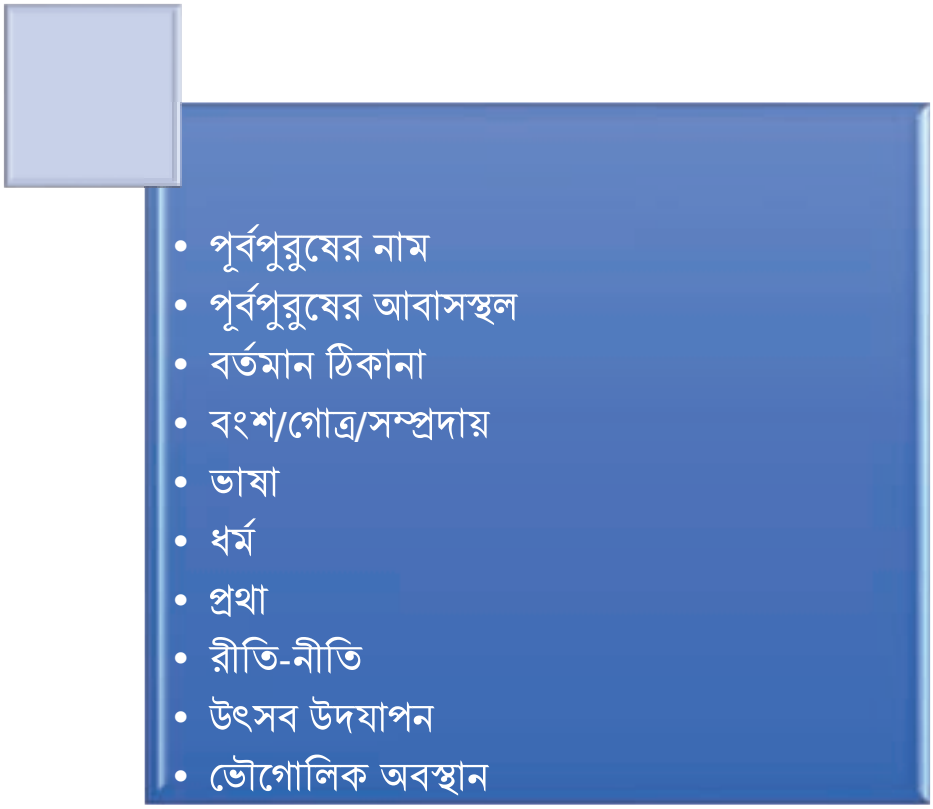

চিত্র: তথ্য সংগ্রহের বিষয়

সেশন ৫:

- শিক্ষার্থীরা 'আমার পরিবার' বিষয়ক প্রশ্ন থেকে তথ্য সংগ্রহ করে থেকে নিচের ছকটি পূরণ করবে।

আমার পারিবারিক পরিচয়

অভিভাবক:	
পূর্বপুরুষের নাম	
পূর্বপুরুষের আবাসস্থল	
বর্তমান ঠিকানা	
বংশ/গোত্র/সম্প্রদায়	
ভাষা	
ধর্ম	
প্রথা	
রীতি-নীতি	

সেশন ৬:

- শিক্ষার্থীদের পূর্বের মতো ৫-৬ জনের দল গঠন করতে বলুন। তাদের নিজের পারিবারিক পরিচয়ের তালিকা দলে আলোচনা করার নির্দেশনা দিন।
- শিক্ষার্থীদের পারিবারিক পরিচয়ের মিল ও অমিল খুঁজে বের করার নির্দেশনা দিন।

সেশন ৭-১০:

- শিক্ষার্থীদের দলে বসে তাদের আত্মপরিচয়ে পরিবার, সামাজ ও সাংস্কৃতিক, ভৌগোলিক অবস্থান ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটগুলো কী কী তা সনাক্ত করার নির্দেশনা দিন।
- এই কাজটি করার জন্য পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত অভিজ্ঞতা ও অনুশীলনী, বই বা ইন্টারনেটের মাধ্যমে পারিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ভৌগোলিক, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে আত্মপরিচয় গড়ে ওঠার প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিষদভাবে জানার নির্দেশনা দিন।

সেশন ১১:

- শিক্ষার্থীদের দলগত আলোচনা ও প্রাপ্ত তথ্য থেকে তাদের নিজেদের আত্মপরিচয় গঠনে পরিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটগুলো নির্ধারণ করতে সহায়তা করুন।

সেশন ১২:

- প্রতিটি দল থেকে ১-২ জন আত্মপরিচয় গড়ে ওঠার প্রেক্ষাপটগুলো উপস্থাপন করবে। দলের উপস্থাপনের সময় সবাই মনোযোগ সহকারে শুনবে।
- এই প্রেক্ষাপটগুলো মিল ও অমিল খুঁজে বের করে নিজেদের অনন্যতা ও বৈচিত্র্য নিয়ে ভাবতে বলুন।

থিম ৩: আত্মপরিচয় গড়ে ওঠার প্রক্রিয়া বিবেচনায় নিয়ে অনন্যতা ও বৈচিত্র্য ধরে রাখার চ্যালেঞ্জ নির্ধারণ ও তা মোকাবেলার জন্য নীতিমালা অনুসরণ

সেশন ১৩-১৫

- শিক্ষার্থীদের এই অনন্যতা ও বৈচিত্র্য ধরে রাখার চ্যালেঞ্জগুলো নিয়ে দলগতভাবে আলোচনা করার নির্দেশনা দিন।
- এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় তারা কী কী নীতিমালা অনুসরণ করতে পারে তার একটি তালিকা করতে বলুন।
- নীতিমালাগুলো শ্রেণিকক্ষে সবার সম্মতিতে নির্ধারণ করতে হবে। এজন্য তাদেরকে দলে ভাগ হয়ে কাজটি করতে বলুন।
- প্রতিদল তাদের নিজেদের নির্ধারিত নীতিমালাগুলো উপস্থাপন করার নির্দেশনা দিন।
- এরপর সব দলের সম্মতিতে একটি পূর্ণাঙ্গ নীতিমালা তৈরি করতে বলুন।
- নীতিমালাগুলো ‘ভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতি’ শীর্ষক শিরোনামে শ্রেণিকক্ষে টানিয়ে রাখতে বলুন।

- এই নীতিমালাগুলো তারা সারাবছর ব্যাপী অনুসরণ করার জন্য নির্দেশনা দিন।

শিক্ষার্থীদের দলীয় কাজের মূল্যায়নের রুব্রিক্স

দলের নাম/ ক্রম	দলে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীর নাম	দলে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ করেছে	দলের সব বন্ধুদেরকে মতামত প্রদানের সুযোগ করে দিয়েছে	দলে বন্ধুর কাজটি যথাযথভাবে সম্পন্ন করেছে।	দলে নিজের কাজটি সম্পন্ন করে প্রয়োজনে অন্য বন্ধুদেরকে সহায়তা করেছে।

শিখন অভিজ্ঞতার নাম: মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও বঙ্গবন্ধু

শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা ৮.৪: মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারণ করে পৃথিবীর অন্যান্য জাতি ও অঞ্চলের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের সঙ্গে একাত্মতা বোধ করতে পারা।

মোট সেশন সংখ্যা: ১০টি **মোট কর্মঘণ্টা: ৭ ঘণ্টা**

সামগ্রিক কাজের বিবরণী:

এই অভিজ্ঞতায় শিক্ষার্থীরা প্রথমে বর্তমান বিশ্বে কোন কোন দেশে স্বাধীনতা যুদ্ধ হচ্ছে এবং কেনো হচ্ছে তা নিয়ে আলোচনা করবে। এই জন্য তারা বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করবে। পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত অভিজ্ঞতা ও তাদের ৬ষ্ঠ ও ৭ম শ্রেণির পূর্বাভিজ্ঞতা থেকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করবে। পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত ভিয়েতনাম যুদ্ধসহ বিভিন্ন উৎস থেকে তারা বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ করবে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও অন্যান্য দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের বৈশিষ্ট্যগুলোর সনাক্ত করে সাদৃশ্য বা মিল বের করে উপস্থাপন করবে। শিক্ষার্থীরা ২৬ মার্চের স্বাধীনতা দিবসে একটি স্বাধীনতা মেলার আয়োজন করবে যেখানে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রেক্ষাপট ও ফলাফল উপস্থাপন করবে। এজন্য তারা নাটিকা/পোস্টার পেপার/পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন তৈরি করে উপস্থাপন করতে পারবে।

শিক্ষার্থীরা শিখন-শেখানোর অভিজ্ঞতামূলক চক্রের বিভিন্ন ধাপে কি কি কার্যক্রম পরিচালনা করবে তা নিচে দেওয়া হল:

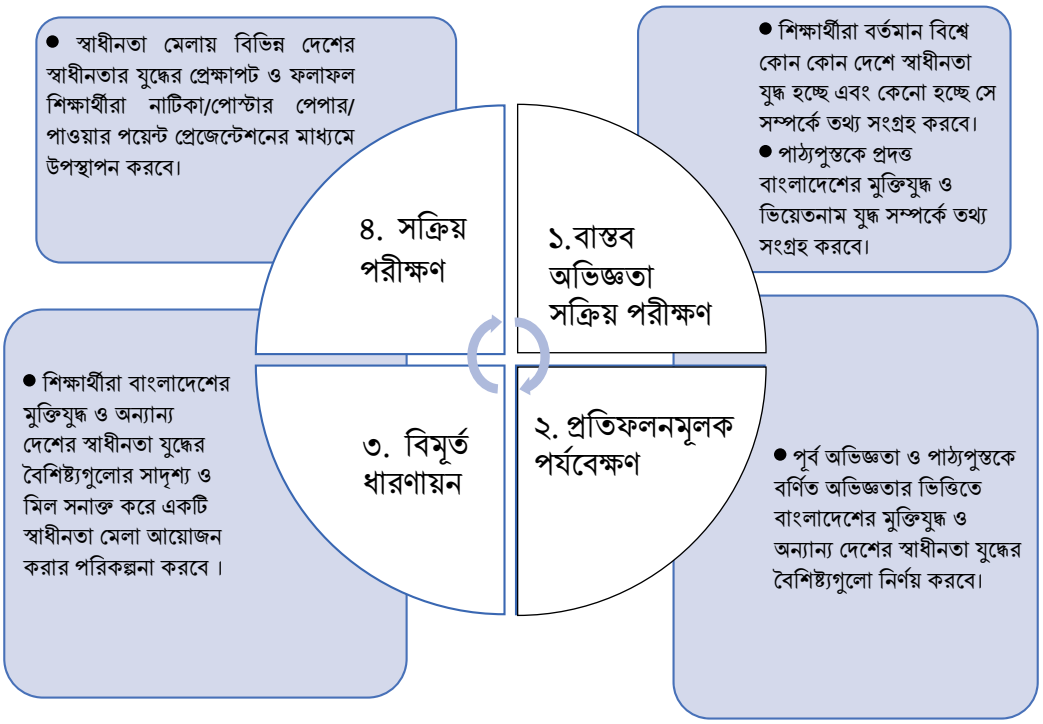

থিম নং	থিম	সেশন
১.	বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের বৈশিষ্ট্য ও সাদৃশ্য নির্ণয়	১-৫
২.	বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রেক্ষাপট ও ফলাফল অনুসন্ধান এবং উপস্থাপন	৬-১০

থিম ১: বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের বৈশিষ্ট্য ও সাদৃশ্য নির্ণয়

সেশন ১:

- শিক্ষার্থীদের ৫-৬ জনের দল গঠন করার নির্দেশনা দিন।
- প্রতি দল বর্তমানে সংঘটিত যেকোনো একটি স্বাধীনতা যুদ্ধ বাছাই করতে বলুন।
- এই যুদ্ধ কেনো সংঘটিত হচ্ছে তা আলোচনা করে নিচের ছকটি পূরণ করতে বলুন।
- শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনে পত্রিকা/বই/ইন্টারনেট থেকে তথ্য সংগ্রহ করার নির্দেশনা দিন।

বর্তমানে সংঘটিত স্বাধীনতা যুদ্ধ	কেনো এই যুদ্ধ হচ্ছে

সেশন ২:

- শিক্ষার্থীরা তাদের দলগত কাজ উপস্থাপন করবে।
- প্রতিদল থেকে ১-২ জন তাদের তৈরি করা ছকটি উপস্থাপন করবে।

সেশন ৩:

- শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও ভিয়েতনাম যুদ্ধ সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা পাঠ করতে সহায়তা করুন।

সেশন ৪:

- শিক্ষার্থীরা আগের মতো দল বসে কাজ করবে।
- দলগতভাবে পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত অভিজ্ঞতা ও আগের শ্রেণির অর্জিত পূর্বাভিজ্ঞতা থেকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে আলোচনা করতে বলুন।
- শিক্ষার্থীদের দলগতভাবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও অন্য দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের বৈশিষ্ট্যগুলো নির্ধারণ করতে বলুন।

সেশন ৫:

- বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও অন্য দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের বৈশিষ্ট্যগুলোর সাদৃশ্য বা মিল সনাক্ত করতে বলুন।
- এরপর দলের কাজ উপস্থাপন করতে বলুন। প্রতি দলের ১-২ জন তাদের কাজ উপস্থাপন করবে।

থিম ২: স্বাধীনতা মেলার আয়োজন

সেশন ৬-৭:

- শিক্ষার্থীদের পূর্ব গঠিত দলে বসতে বলুন। দলগতভাবে তারা যে কোনো একটি দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রেক্ষাপট ও ফলাফল অনুসন্ধান করবে।
- অনুসন্ধানে তাদের প্রাপ্ত তথ্য উপস্থাপনের জন্য তারা ‘স্বাধীনতা মেলা’ আয়োজন করার পরিকল্পনা করবে।
- তারা বিভিন্নভাবে এটি উপস্থাপন করতে পারবে। যেমন নাটিকা/ পোস্টার পেপার/পাওয়ার পয়েন্ট ইত্যাদি।
- মেলার সময় সীমা ১ ঘণ্টা-১ঘণ্টা ৩০ মিনিট। এই সময়ের মধ্যে প্রতিদল উপস্থাপন করার জন কতটুকু সময় পাবে তা পূর্বেই জানিয়ে দিন।

সেশন ৮-১০:

- ২৬ মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবসে এই স্বাধীনতা মেলা অনুষ্ঠিত হবে। এই মেলার আয়োজনে সহায়তা করুন।

শিখন অভিজ্ঞতার নাম: সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস জানার উপায়

শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা ৮.৩: একই ঐতিহাসিক তথ্য যে ভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে অর্জিত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে ভিন্ন ভিন্ন বয়ান তৈরি করে তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারা।

মোট সেশন সংখ্যা: ১০টি **মোট কর্মঘণ্টা: ৭ ঘণ্টা**

সামগ্রিক কাজের বিবরণী:

এই অভিজ্ঞতায় শিক্ষার্থীরা পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত একটি ঐতিহাসিক ঘটনা পড়বে। এই ঘটনা সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা তাদের মতামত প্রদান করবে। তারা তাদের মতামতের ভিন্নতা নির্ধারণ করবে। এভাবে ঐতিহাসিক তথ্য যে ভিন্ন ভিন্ন বয়ান তৈরি করতে পারে সে বিষয়টি অনুধাবন করবে। এরপর শিক্ষার্থীরা একটি খেলার মাধ্যমে যে কোনো তথ্য ব্যক্তি বিশেষে পরিবর্তিত হতে পারে সে বিষয়টি অনুধাবন করবে। এরপর পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত ইতিহাসের অভিজ্ঞতা থেকে দুটি লেখা শিক্ষার্থীরা পড়বে। লেখা দুটোতে একই ঐতিহাসিক তথ্যের দুটো ভিন্ন লেখা দেওয়া থাকবে। এই দুটো লেখা পাঠ মতামতের ভিন্নতাগুলো শিক্ষার্থীরা নির্ধারণ করবে। এরপর শিক্ষার্থীরা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে ভিন্ন এমন ২জন ব্যক্তি নির্ধারণ করবে। যেমন: দুজন ভিন্ন পেশার মানুষ বা ভিন্ন অঞ্চলে বেড়ে উঠা মানুষ নির্ধারণ করবে। ২জন ব্যক্তির কাছে একই ঐতিহাসিক ঘটনার মতামত সংগ্রহ করবে। তাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা মতামতের ভিন্নতায় কী ধরণের প্রভাব ফেলতে পারে তা নির্ধারণ করে ক্লাসে উপস্থাপন করবে।

শিক্ষার্থীরা শিখন-শেখানোর অভিজ্ঞতামূলক চক্রের বিভিন্ন ধাপে কি কি কার্যক্রম পরিচালনা করবে তা নিচে দেওয়া হলঃ

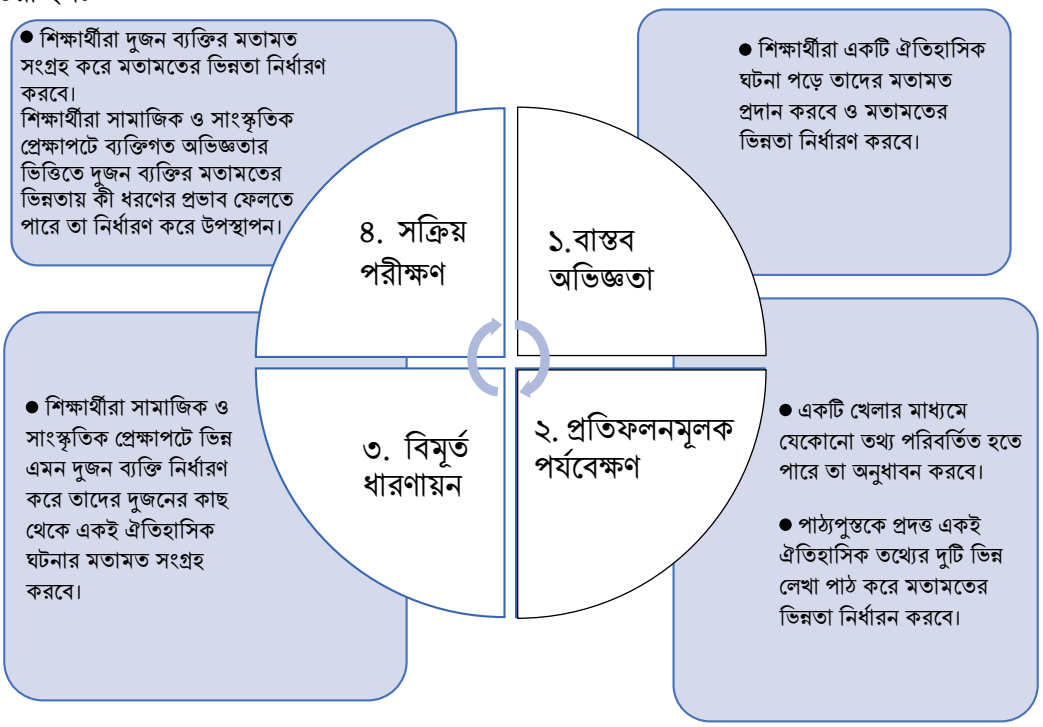

থিম নং	থিম	সেশন
১.	একই ঐতিহাসিক তথ্য যে ভিন্ন ভিন্ন মতামত তৈরি করে তা অনুধাবন	১-৫
২.	একই ঐতিহাসিক তথ্যের মতামত যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে অর্জিত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার উপর ভিন্ন হয় তা নির্ধারণ	৬-১০

থিম ১: একই ঐতিহাসিক তথ্য যে ভিন্ন ভিন্ন মতামত তৈরি করে তা অনুধাবন

সেশন ১:

- শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত ঐতিহাসিক ঘটনাটি পাঠ করতে বলবেন।
- ঐতিহাসিক ঘটনাটি পাঠ করে তাদের মতামত লিখতে বলবেন।

সেশন ২:

- শিক্ষার্থীদের তাদের মতামত শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করতে বলবেন।
- এজন্য ৮-১০ জনের মতামত সম্পর্কে জানতে চান।
- শিক্ষার্থীরা একই ঘটনার বিভিন্ন রকম মতামত প্রদান করবে। তাই উপস্থাপন শেষে একই ঘটনার যে ভিন্ন ভিন্ন বয়ান থাকতে পারে তা বুঝিয়ে বলবেন।

সেশন ৩:

- শিক্ষার্থীদের নিয়ে শ্রেণিকক্ষে একটি খেলার আয়োজন করবেন।
- ৪-৫ বাক্যের একটি গল্প সেশন শুরুর আগেই একটি কাগজে লিখে রাখবেন।
- ১০ থেকে ১৫ জন শিক্ষার্থী বাছাই করে একটি লাইন তৈরি করতে বলবেন।
- লাইনে দাঁড়ানো প্রথম জনের কানে কাগজে লেখা গল্পটি খুব নীরবে পড়ে শোনাবেন যেনো অন্যরা শুনতে না পায়। এরপর কাগজটি আপনার কাছে রেখে দিবেন।
- প্রথমজন গল্পটি শুনে লাইনে দাঁড়ানো দ্বিতীয় জনের কানে নীরবে গল্পটি বলবে। দ্বিতীয় জন তৃতীয় জনের কাছে গল্পটি নীরবে বলবে। এভাবে লাইনে দাঁড়ানো সর্বশেষ শিক্ষার্থী গল্পটি শোনার পর তাকে জোরে গল্পটি বলতে বলবেন।
- সর্বশেষ জনের বলা গল্পটি বোর্ডে লিখবেন।
- আপনার লেখা মূল গল্পটি পড়ে শোনাবেন। শিক্ষার্থীর বলা গল্পটিতে কি কি পরিবর্তন হয়েছে তা শিক্ষার্থীদের নির্ধারণ করতে বলবেন।
- এভাবে এই খেলার মধ্য থেকে শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে বলবেন যেকোনো ঐতিহাসিক তথ্য পরিবর্তিত হতে পারে।

সেশন ৪-৫:

- পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত একই ঐতিহাসিক তথ্যের দুটি ভিন্ন লেখা পাঠ করতে বলুন।
- শিক্ষার্থীরা লেখা দুটি পাঠ করে ঐতিহাসিক তথ্য সম্পর্কে মতামতের ভিন্নতা নির্ণয় করবে।

থিম ২: একই ঐতিহাসিক তথ্যের মতামত যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে অর্জিত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার উপর ভিন্ন হয় তা নির্ধারণ

সেশন ৬-৭:

- শিক্ষার্থীদের ৫-৬ জনের দলে ভাগ হয়ে যেতে বলুন।
- দলগতভাবে ২ জন ব্যক্তি নির্ধারণ করতে বলুন যাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট ভিন্ন। যেমন দুজন ভিন্ন পেশার মানুষ বা দুজন ভিন্ন অঞ্চলে বেড়ে ওঠা মানুষ।
- পাঠ্যপুস্তক বা অন্য বই বা ইন্টারনেট থেকে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা বাছাই করতে বলুন।
- শিক্ষার্থীদের ঐ ২ জন ব্যক্তির কাছে এই ঘটনার বিবরণ শোনাতে বলুন।
- এরপর ঘটনা সম্পর্কে দুজনের মতামত লিখে নিয়ে আসতে বলুন।

সেশন ৮:

- শিক্ষার্থীরা দুজন ব্যক্তির মতামতের ভিন্নতা দলে আলোচনা করে নির্ধারণ করবে।
- তাদের মতামতের ভিন্নতার সম্ভাব্য কারণগুলো সনাক্ত করবে।

সেশন ৯-১০:

- শিক্ষার্থীরা দুজন ব্যক্তির মতামতের ভিন্নতা থাকার কারণ হিসেবে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার প্রভাব আছে কীনা তা দলে আলোচনা করে নির্ধারণ করতে বলুন। এই অভিজ্ঞতা গঠনে ব্যক্তির সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের প্রভাব আছে কীনা তা যাচাই করতে বলুন।
- শিক্ষার্থীরা তাদের দলগত আলোচনা উপস্থাপন করবে। এজন্য প্রতি দল থেকে ১-২জন উপস্থাপন করতে বলুন।

শিখন অভিজ্ঞতার নাম: সামাজিকীকরণ, সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ও সমাজ পরিবর্তন

শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা ৮.৫: প্রচলিত রীতিনীতি, মূল্যবোধ ইত্যাদি কীভাবে সামাজিক কাঠামোর উপর প্রভাব ফেলে এবং একই সঙ্গে এই কাঠামো দ্বারা কীভাবে সেগুলো নিয়ন্ত্রিত হয় তা অন্বেষণ করতে পারা।

মোট সেশন সংখ্যা: ১১টি **মোট কর্মঘণ্টা: ৮ ঘণ্টা**

সামগ্রিক কাজের বিবরণী:

এই অভিজ্ঞতায় শিক্ষার্থীরা প্রথমে তাদের সমাজের প্রচলিত কয়েকটি রীতিনীতি ও মূল্যবোধ নির্ণয় করবে। সামাজিক এই রীতিনীতি ও মূল্যবোধগুলোর কোনগুলো বিদ্যালয়ে তারা চর্চা করে সেগুলো সনাক্ত করবে। এরপর পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা প্রচলিত রীতিনীতি, মূল্যবোধ ইত্যাদি এবং সামাজিক কাঠামোর পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় করবে। শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে শেখা এমন কিছু রীতিনীতি ও মূল্যবোধ নির্ধারণ করবে যা তারা সমাজে চর্চা করতে চায়। এই রীতিনীতি ও মূল্যবোধগুলো সমাজের কোন কোন মাধ্যমে এবং কীভাবে চর্চা করতে চায় তার একটি গাইডলাইন তৈরি করবে।

শিক্ষার্থীরা শিখন-শেখানোর অভিজ্ঞতামূলক চক্রের বিভিন্ন ধাপে কি কি কার্যক্রম পরিচালনা করবে তা নিচে দেওয়া হল:

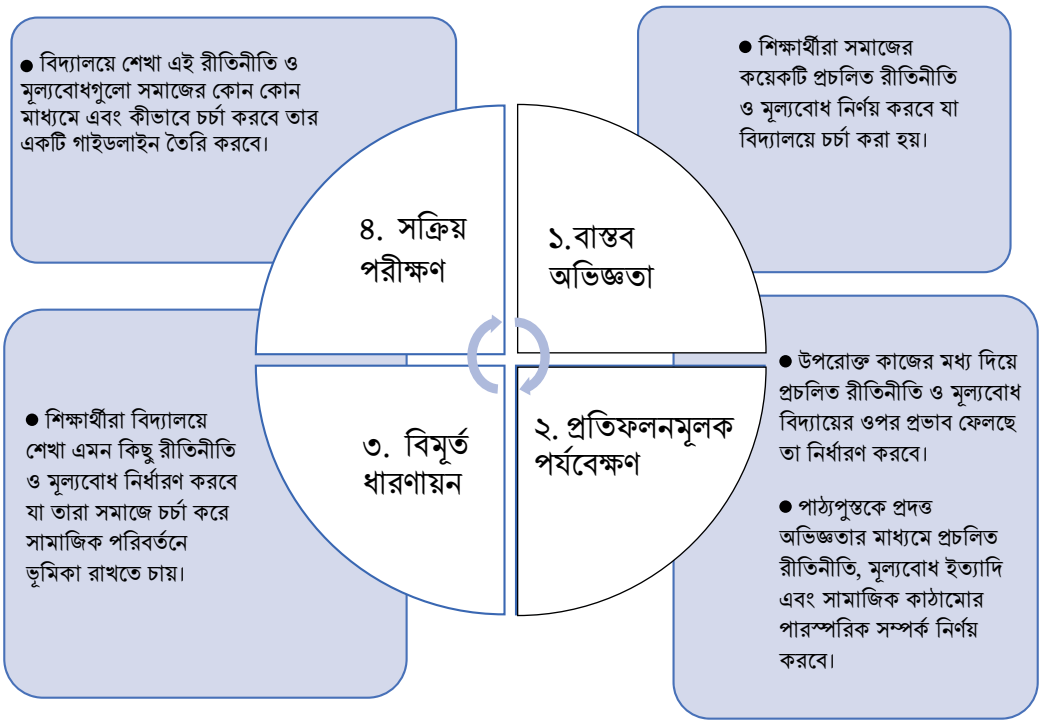

থিম নং	থিম	সেশন
১.	প্রচলিত রীতিনীতি, মূল্যবোধ ইত্যাদি সামাজিক কাঠামোর ওপর কীভাবে প্রভাব ফেলে তা অন্বেষণ	১-৫
২.	সামাজিক কাঠামো কীভাবে রীতিনীতি, মূল্যবোধ ইত্যাদিকে নিয়ন্ত্রণ করে তা অন্বেষণ	৬-১১

থিম ১: প্রচলিত রীতিনীতি, মূল্যবোধ ইত্যাদি সামাজিক কাঠামোর ওপর কীভাবে প্রভাব ফেলে তা অন্বেষণ

সেশন ১:

- শিক্ষার্থীদের ৫-৬ জনের দল গঠন করার নির্দেশনা দিন।
- দলগতভাবে শিক্ষার্থীরা সমাজে প্রচলিত কয়েকটি রীতিনীতি ও মূল্যবোধ নির্ণয় করে তালিকা করতে বলুন।
- এই রীতিনীতি ও মূল্যবোধগুলোর কোনগুলো বিদ্যালয়ে চর্চা করানো হয় তা নির্ধারণ করতে বলুন।

সেশন ২:

- প্রতিদল থেকে ১-২ জন তাদের দলগত কাজ উপস্থাপন করবে।
- শিক্ষার্থীদের দলগত কাজ মনোযোগ দিয়ে শোনার নির্দেশ দিন।
- দলগত কাজের উপস্থাপনা শেষ প্রচলিত রীতিনীতি ও মূল্যবোধ কীভাবে বিদ্যালয়ের ওপর প্রভাব ফেলছে তা বুঝিয়ে বলুন।

সেশন ৩-৫:

- শিক্ষার্থীরা পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত অভিজ্ঞতা ও অনুশীলনী থেকে সামাজিকীকরণ ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ায় কীভাবে প্রচলিত রীতিনীতি, মূল্যবোধ ইত্যাদি সামাজিক কাঠামোর ওপর প্রভাব ফেলে তা নির্ণয় করবে।

থিম ২: সামাজিক কাঠামো কীভাবে রীতিনীতি, মূল্যবোধ ইত্যাদিকে নিয়ন্ত্রণ করে তা অন্বেষণ

সেশন ৬-৭:

- শিক্ষার্থীরা পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত অভিজ্ঞতা ও অনুশীলনী থেকে সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে সামাজিক কাঠামো কীভাবে রীতিনীতি ও মূল্যবোধকে নিয়ন্ত্রণ করছে তা নির্ণয় করবে।

সেশন ৮:

- শিক্ষার্থীদের পূর্বে গঠিত দলে বসতে বলুন।
- দলগতভাবে বিদ্যালয়ে শেখা কয়েকটি রীতিনীতি ও মূল্যবোধের তালিকা করতে বলুন।
- এই রীতিনীতি ও মূল্যবোধগুলোর কোনগুলো সমাজে প্রচলিত নয় তা নির্ধারণ করতে বলুন। যেমন, যেখানে সেখানে ময়লা না ফেলা।

সেশন ৯:

- শিক্ষার্থীদের পূর্বে গঠিত দলে বসতে বলুন।
- গত সেশনে নির্ধারিত রীতিনীতি ও মূল্যবোধগুলো সমাজের কোন কোন মাধ্যমে এবং কীভাবে চর্চা করবে তা দলে আলোচনা করে লিখে রাখতে বলুন।

সেশন ১০-১১:

- প্রতিদলের আলোচনার বিষয়বস্তু ১-২ জন উপস্থাপন করবে।
- প্রতিদলের উপস্থাপনা শুনে সবার মতামতে ভিত্তিতে ২-৩টি রীতিনীতি ও মূল্যবোধ নির্ধারণ করবে।
- এই রীতিনীতি ও মূল্যবোধ কোন কোন মাধ্যমে এবং কীভাবে চর্চা করবে তার একটি গাইডলাইন তৈরি করবে।

শিখন অভিজ্ঞতার নাম: প্রেক্ষাপটের পরিবর্তন ও ব্যক্তির ভূমিকা

বিশ্ব প্রেক্ষাপটে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের বৈচিত্র্যময় গতিপথ

শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা ৮.৬: সময়ের সঙ্গে সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের পরিবর্তন ব্যক্তির অবস্থান ও ভূমিকার উপর কী রকম প্রভাব ফেলে তা অনুসন্ধান করতে পারা।

মোট সেশন সংখ্যা: ১১টি **মোট কর্মঘণ্টা: ৮ ঘণ্টা**

সামগ্রিক কাজের বিবরণী

এই অভিজ্ঞতায় শিক্ষার্থীরা সময়ের সাথে তাদের এলাকার, দেশের সর্বোপরি বৈশ্বিকভাবে সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের পরিবর্তনের সাথে সাথে ব্যক্তির অবস্থান ও ভূমিকায় কী ধরণের প্রভাব পড়ে তার সামগ্রীক চিত্র অনুসন্ধান করবে। এই লক্ষ্যে শিক্ষার্থীরা প্রথমে নিজ নিজ এলাকায় বিগত ১০- ২০ বছরে কী কী পরিবর্তন হয়েছে, কেন হয়েছে এবং এসকল কাজ বাস্তবায়নে কারা ভূমিকা রেখেছে এ সংক্রান্ত বিষয় সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার একটি তুলনামূলক বর্ণনা করবে। এরপর শিক্ষার্থীরা পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত তথ্য থেকে সময়ের সাথে সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের পরিবর্তন ব্যক্তির অবস্থান ও ভূমিকার ওপর কী রকম প্রভাব ফেলে তা অনুসন্ধান করে বের করবে। সবশেষে শিক্ষার্থীরা মুক্তিযুদ্ধে তার এলাকার সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন অনুসন্ধান করে এই পরিবর্তন এলাকার মানুষের অবস্থান ও ভূমিকার উপর কী রকম প্রভাব ফেলছে তা নির্ণয় করে উপস্থাপন করবে।

শিক্ষার্থীরা শিখন-শেখানোর অভিজ্ঞতামূলক চক্রের বিভিন্ন ধাপে কি কি কার্যক্রম পরিচালনা করবে তা নিচে দেওয়া হলঃ

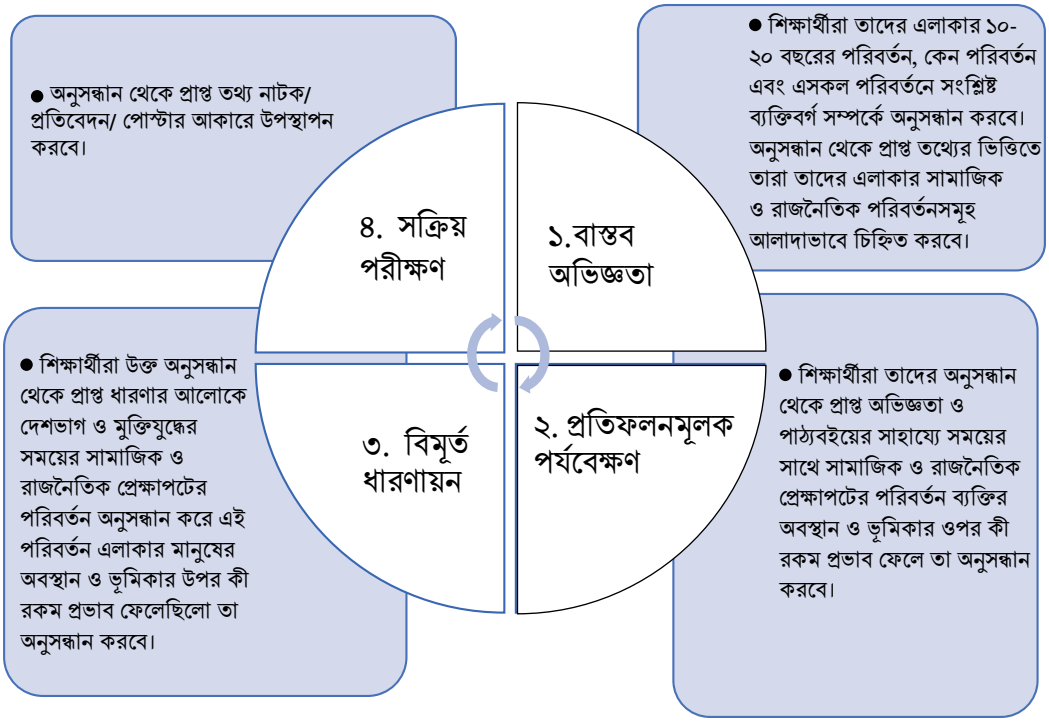

থিম নং	থিম	সেশন
১.	সময়ের সাথে এলাকার সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের পরিবর্তন অনুসন্ধান	১-৩
২.	সময়ের সাথে বৈশ্বিকভাবে সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের পরিবর্তনের উপর ব্যক্তির অবস্থান ও ভূমিকার প্রভাব অনুসন্ধান	৪-৭
৩.	মুক্তিযুদ্ধের সময়ে এলাকায় সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের পরিবর্তন এবং এলাকার মানুষের অবস্থান ও ভূমিকার উপর প্রভাব অনুসন্ধান	৮-১১

থিম ১: সময়ের সাথে এলাকার সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের পরিবর্তন অনুসন্ধান

এই থিমের আলোকে শিক্ষার্থীরা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান পদ্ধতি অনুসরণ করে সময়ের সাথে এলাকার সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের পরিবর্তন অনুসন্ধান করবে।

শিক্ষকের করণীয়:

সেশন ১-৩:

- আমরা প্রথমে শিক্ষার্থীদের সামাজিক/ রাজনৈতিক পরিবর্তন হলে আমাদের অবস্থান ও ভূমিকার উপরে কেমন প্রভাব পড়ে এরকম একটি গল্প বলবো। গল্পটি হতে পারে এলাকার কোনো ব্রিজ/ সামাজিক স্থাপনা নির্মিত হলে আমাদের উপর কী কী ধরণের প্রভাব পড়ে/ এসব স্থাপনা তৈরিতে কারা কারা যুক্ত ছিলো/ নির্মানের আগে ও পড়ে আমাদের ভূমিকার কোনো বদল ঘটেছে কি না, ইত্যাদি বিষয়ে।

- এরপর তারা তাদের এলাকার ১০- ২০ বছরের বিভিন্ন ধরণের পরিবর্তন, কেন হলো এসকল পরিবর্তন এবং এসকল পরিবর্তনে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সম্পর্কে অনুসন্ধান করবে। অনুসন্ধানের জন্য তারা নিচে প্রদত্ত ছকের মতো করে একটি ছক তৈরি করবে।

আমার এলাকার পরিবর্তন অনুসন্ধান		
বিগত ১০-২০ বছরের এলাকার যে যে পরিবর্তন হয়েছে	কেনো প্রয়োজন হলো এসকল পরিবর্তন	এসকল পরিবর্তনের সাথে যুক্ত ব্যক্তিবর্গ

- অনুসন্ধান হতে প্রাপ্ত তথ্য তারা নিচে দেওয়া ছক অনুসরণ করে উপস্থাপন করবে।

এলাকার সামাজিক পরিবর্তন	এলাকার রাজনৈতিক পরিবর্তন	পরিবর্তনে যুক্ত ব্যক্তিবর্গ

থিম ২: সময়ের সাথে বৈশ্বিকভাবে সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের পরিবর্তনের উপর ব্যক্তির অবস্থান ও ভূমিকার প্রভাব অনুসন্ধান

শিক্ষার্থীরা নিজ এলাকার সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের পরিবর্তন সম্পর্কে অনুসন্ধান করেছে। এখন তারা উক্ত অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে বৈশ্বিক পরিসরে সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের পরিবর্তন এবং এসকল পরিবর্তনের ফলে সেসকল স্থানের ব্যক্তিবর্গের অবস্থান ও ভূমিকার পরিবর্তন অনুসন্ধান করে বের করবে।

সেশন ৪-৭:

- কাজটি করার জন্য প্রথমে তারা তাদের পাঠ্য বইয়ে **প্রেক্ষাপটের পরিবর্তন ও ব্যক্তির ভূমিকা ও বিশ্ব প্রেক্ষাপটে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের বৈচিত্র্যময় গতিপথ** উক্ত শিখন অভিজ্ঞতা দুটি খুব ভালোভাবে পড়বে।
- এরপর পূর্বের অনুসন্ধানের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে উক্ত শিখন অভিজ্ঞতার আলোকে দলে বসে সামাজিক প্রেক্ষাপেটের পরিবর্তন. রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের পরিবর্তন এবং উক্ত পরিবর্তনের সেসময়ের মানুষের অবস্থান ও ভূমিকা অনুসন্ধান করে বের করবে।
- অনুসন্ধান হতে প্রাপ্ত তথ্য তারা নিচে তৈরি ছকের মতো করে বিশ্লেষণ করবে।

প্রেক্ষাপটের পরিবর্তন	ব্যক্তির অবস্থান ও ভূমিকা
সামাজিক	
রাজনৈতিক	

- এ পর্যায়ে একটি বিতর্ক সভার আয়োজন করে শিক্ষার্থীরা তাদের বিশ্লেষণকৃত তথ্য ও অভিজ্ঞতা উপস্থাপন করবে। বিতর্কের বিষয় এমন হতে পারে-

১. শুধুমাত্র সামাজিক প্রেক্ষাপটের পরিবর্তনই ব্যক্তির অবস্থান ও ভূমিকার উপর প্রভাব ফেলে (পক্ষে/বিপক্ষে)

২.শুধুমাত্র রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের পরিবর্তনই ব্যক্তির অবস্থান ও ভূমিকার উপর প্রভাব ফেলে (পক্ষে/বিপক্ষে)

থিম ৩: মুক্তিযুদ্ধের সময়ে এলাকায় সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের পরিবর্তন এবং এলাকার মানুষের অবস্থান ও ভূমিকার উপর প্রভাব অনুসন্ধান

এই শিখন অভিজ্ঞতার পূর্বের কাজগুলো মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা একটি সুস্পষ্ট ধারণায় উপনীত হয়েছে যে, যেকোনো সময়ে যেকোনো ধরণের সামাজিক/রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের পরিবর্তন সেই এলাকার মানুষের অবস্থান ও ভূমিকার উপরে প্রভাব ফেলে। এখন তারা সেই ধারণাকে কাজে লাগিয়ে মুক্তিযুদ্ধের সমসাময়িক সময়ে তার নিজ এলাকায় সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের কী কী পরিবর্তন হয়েছিলো এবং তখন এলাকার মানুষের অবস্থান ও ভূমিকা কেমন ছিলো তা অনুসন্ধান করে বের করবে।

সেশন ৮-১১:

- প্রথমে তারা অনুসন্ধানের জন্য একটি প্রশ্নমালা তৈরি করবে। নিচে একটি নমুনা দেওয়া আছে। এটির মতো করে তারা দলে বসে আলোচনা করে তাদের প্রশ্নমালা চূড়ান্ত করবে।

প্রশ্নমালা

১. মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আমাদের এলাকার মানুষের পেশার কি কোনো পরিবর্তন হয়েছিলো? হলে কেন?

২. মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আমাদের এলাকায় অবকাঠামোর কোনো পরিবর্তন হয়েছিলো কি? হলে কি ধরণের পরিবর্তন ও কেন?

৩. মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আমাদের এলাকা পরিচালনার জন্য কোনো রাজনৈতিক বদল হয়েছিলো কি? হলে এ পরিবর্তন মানুষের উপর কেমন প্রভাব ফেলেছিলো?

৪.

৫.

৬.

……..

- পরে প্রশ্নমালা ব্যবহার করে নিজ পরিবার ও এলাকার বয়স্ক মানুষদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করবে।
- সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ করে দলীয়ভাবে প্রতিবেদন/ নাটক/ পোস্টার তৈরি করে উপস্থাপন করবে।

{ প্রিয় শিক্ষক, এছাড়া এই অধ্যায়ে উল্লেখিত অনুশীলনীগুলো শিক্ষার্থীদের বইয়ে দেওয়া নির্দেশনা অনুসরণ করে নির্ধারিত সেশনে সম্পন্ন করতে হবে।}

শিখন অভিজ্ঞতার নাম: সুরক্ষিত রাখি প্রকৃতি ও মানুষের বন্ধন

শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা ৮.৭: স্থানীয় ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের আন্তঃসম্পর্ক উদঘাটন করে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে কমিউনিটিকে উদ্বুদ্ধ করতে পারা।

মোট সেশন সংখ্যা: ১৮টি **মোট কর্মঘণ্টা: ৮ ঘণ্টা**

এই যোগ্যতার জন্য সামগ্রিক কার্যাবলীর ধারনা:

শিক্ষার্থীদের এই যোগ্যতা অর্জনের জন্য প্রথমে সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবর্তনের বিভিন্ন প্যাটার্ন নিজের আশেপাশের একটি ইকোসিস্টেম/ প্রতিবেশ সরাসরি পর্যবেক্ষণ করে উক্ত প্রতিবেশের সাথে মানুষের কার্যাবলীর প্রভাব অনুসন্ধান করবে। এরপর বৈশ্বিক পরিসরে প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের আন্তঃসম্পর্ক অনুধাবনের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকার বায়োম সম্পর্কে জানবে এবং এসকল বায়োমে উদ্ভিদ, প্রাণীর তথা সামগ্রীক সন্নিবেশের বদল আমাদের জীবন সর্বোপরি পৃথিবীর জন্য কতটা ঝুঁকি তৈরি করবে সে সকল বিষয় সম্পর্কে জানবে এবং এর কারণ ও ফলাফল বিষয়ে ধারণা লাভ করবে। এসকল অভিজ্ঞতা কে কাজে লাগিয়ে সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবর্তন কে মোকাবিলা করতে নিজস্ব পরিসরে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে কমিউনিটিকে সাথে নিয়ে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে।

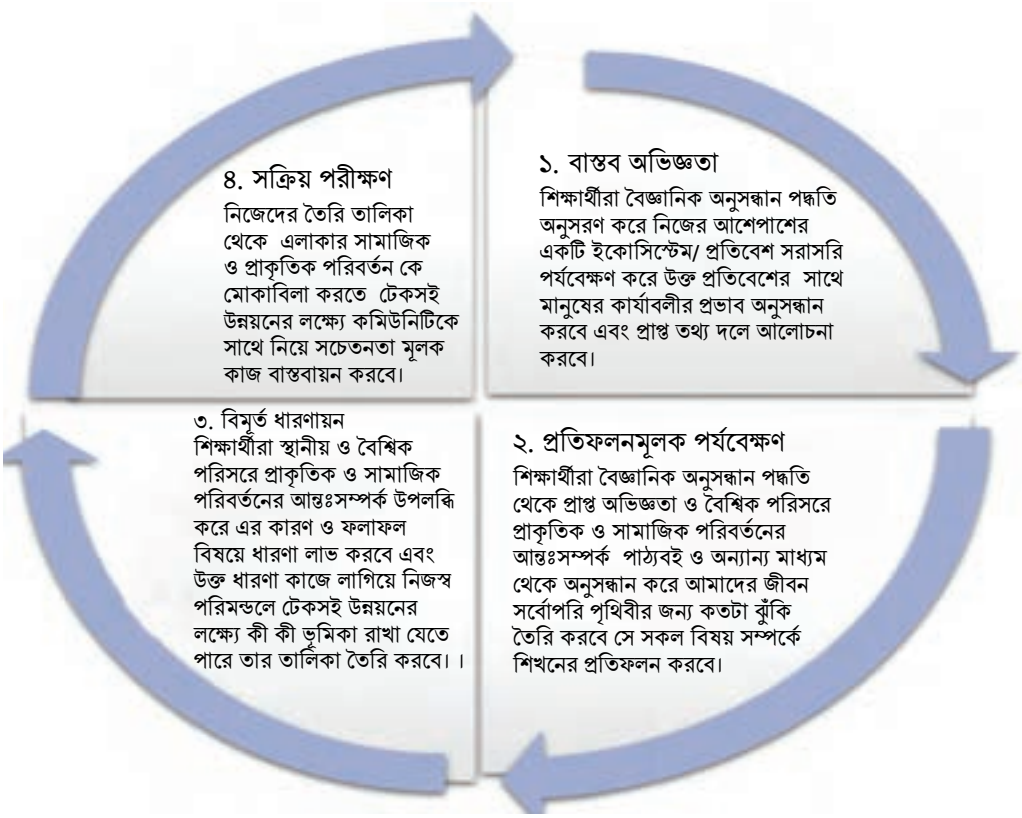

থিম নং	থিম	সেশন
১.	স্থানীয় ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের আন্তসম্পর্ক উদঘাটন	১-১১
২.	সময়ের সাথে বৈশ্বিকভাবে সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের পরিবর্তনের উপর ব্যক্তির অবস্থান ও ভূমিকার প্রভাব অনুসন্ধান	১২-১৫

থিম ১: স্থানীয় ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের আন্তসম্পর্ক উদঘাটন

আমরা আগেই জেনেছি ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারনা হল সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশের পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া। এই মিথস্ক্রিয়া অনুধাবন করে প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই উন্নয়নই হলো মানব সভ্যতা টিকে থাকার একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। এরই ধারাবাহিকতায় শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবর্তন এবং এদের মধ্যাকার আন্তঃসম্পর্ক অনুসন্ধান করবে এবং নিজস্ব গন্ডিতে ছোট ছোট কাজ বাস্তবায়ন করার মাধ্যমে এসব সম্পদের টেকসই উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে। এই লক্ষ্যে তাদেরকে আমরা কিছু একক ও দলীয় কাজ করতে দেব

সেশন ১: নিজের আশেপাশের একটি ইকোসিস্টেম/ প্রতিবেশ সরাসরি পর্যবেক্ষণ

এই সেশনে শিক্ষার্থীরা প্রথমে তাদের আশেপাশের যেকোনো একটি ইকোসিস্টেম/ প্রতিবেশ সরাসরি পর্যবেক্ষণ করবে। কাজটি করার জন্য

- আমরা তাদের সংখ্যা অনুযায়ী ৫-৮টি দলে ভাগ করে তাদের আশেপাশের যেকোনো একটি বনভূমি, জলাশয় বা যেকোনো একটি উদ্ভিদ ও প্রাণির সন্নিবেশ আছে এমন জায়গা সরাসরি দেখার জন্য নিয়ে যাবো। এই যাওয়ার প্রস্তুতি সম্পর্কে আমরা প্রথম সেশনেই বলে দেবো।

সেশন ২ ও ৩: পর্যবেক্ষনকৃত প্রতিবেশের এর সাথে মানুষের কার্যাবলীর প্রভাব সম্পর্কে পোস্টার তৈরি ও উপস্থাপন

- তারা তাদের বইয়ে দেওয়া ছক অনুসারে প্রতিবেশ পর্যবেক্ষণের কাজটি করবে। পর্যবেক্ষন শেষে তারা ছকটি পূরণ করে চার্টপেপারে/ পোস্টার পেপারে উপস্থাপন করবে। চার্টপেপারের কাজের ক্ষেত্রে আমরা তাদের জিনিস পুনঃব্যবহারের কথা বলবো। এক্ষেত্রে তারা ক্যালেন্ডারের পাতা, কাগজের শপিং ব্যাগ ব্যবহার করতে পারে।

স্থানের ছবি ও নাম	আমাদের সাথে কি কি সম্পর্ক আছে	এগুলো নষ্ট হলে/ পরিবর্তন হলে আমরা যে যে সমস্যায় পড়তে পারি	সংরক্ষণে কি কি পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে
নদী			

সেশন ৪ -৮ : বিভিন্ন প্রকার বায়োম সম্পর্কে অনুসন্ধান ও মডেল তৈরি

শিক্ষার্থীরা এর আগের সেশনগুলোর মাধ্যমে তার আশেপাশের প্রতিবেশ সম্পর্কে জেনেছে ও কাজ করেছে। আমরা তাদের এখন বৃহত্তর অর্থ্যাৎ বৈশ্বিক পেক্ষাপটে এ সকল প্রতিবেশ কিভাবে অবস্থান করছে কিভাবে সেখানে উদ্ভিদ ও প্রাণীর সন্নিবেশ গড়ে উঠেছে এবং এসকল সন্নিবেশের বদল আমাদের জীবন তথা সামগ্রীক পৃথিবীর জন্য কতটা ঝুঁকি তৈরি করবে সে সকল বিষয় নিয়ে কিছু একক ও দলীয় কাজ তাদের করতে সাহায্য করবো।

- এই সেশনের শুরুতে আমরা শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবইয়ে দেওয়া বায়োম সম্পর্কিত পৃথিবীর একটি মানচিত্র দেখতে দেবো। পরে তারা মানচিত্রে প্রদর্শিত স্থান গুলো গ্লোব/ পৃথিবীর মানচিত্রের সাহায্যে খুঁজে বের করে ছকে সেগুলো লিখবে।

মানচিত্রে প্রদর্শিত স্থানের নাম	পৃথিবীর মানচিত্রে অবস্থান

- এরপর আমরা তাদের আবারো সংখ্যা অনুযায়ী দলে ভাগ করে প্রত্যেক দল কে একটি করে বায়োম সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে দেবো। এই অনুসন্ধান কাজটি তারা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান পদ্ধতির ধাপ মেনে করবে। অনুসন্ধানের জন্য তারা প্রথমে একটি প্রশ্নমালা তৈরি করবে।

----------বায়োম নিয়ে অনুসন্ধান

১. বায়োমটি কোথায় কোথায় আছে?

২. সেখানে কোন ধরণের জলবায়ু বিদ্যমান?

৩. কি কি ধরণের উদ্ভিদ ও প্রাণীর সন্নিবেশ দেখা যায়?

৪. উক্ত বায়োমটি পৃথিবীর জন্য কি কি সম্ভবনা সৃষ্টি করেছে?

৫. উক্ত বায়োমটির জলবায়ু ও অন্যান্য সমাবেশের পরিবর্তন হলে কি কি সমস্যা দেখা দিতে পারে?

৬.

৭

.....

- অনুসন্ধানের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য তারা ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান বইয়ের অনুসন্ধানী অংশ হতে সংগ্রহ করতে পারবে। অনুসন্ধানের কাজ শেষ হলে তারা তাদের স্ব-স্ব দলের অনুসন্ধান হতে প্রাপ্ত ফলাফল মিনি বায়োম আকারে উপস্থাপন করবে এবং প্রত্যেকে প্রতিবেদন লেখার নিয়ম মেনে প্রতিবেদন আকারে জমা দেবে।

সেশন ৯- ১১: বৈশ্বিকভাবে ও বাংলাদেশে বিদ্যমান প্রাকৃতিক সম্পদ (বনভূমি) পরিবর্তন এবং এর ফলে সৃষ্ট ঝুঁকি অনুসন্ধান

শিক্ষার্থীরা পূর্বের সেশন গুলোর মাধ্যমে স্থানীয় ও বৈশ্বিক পেক্ষাপটে প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের পারস্পরিক আন্তঃসম্পর্কের বিষয়টি অনুধাবন করতে পেরেছে। এখন তারা বৈশ্বিকভাবে ও বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ন প্রাকৃতিক সম্পদ বনভূমি সম্পর্কে জানবে এবং পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট পরিবর্তন গুলোর কারণ ও ফলাফল অনুসন্ধান করবে। কাজটি করার জন্যে তারা-

- প্রথমে তারা পৃথিবী ব্যাপী যে যে বনভূমি রয়েছে তার মানচিত্র দেখবে (পাঠ্যবইয়ে দেওয়া আছে) এবং ছকে পৃথিবীর মানচিত্রের সাহায্যে বনভূমির নাম ও স্থানের নাম লিখবে।

বনভুমির নাম	মহাদেশ ও দেশের নাম

- পরে ২০০০ সাল ও ২০২০ সালের পৃথিবীর মানচিত্রে বনভূমির পরিবর্তন গুলো দেখবে এবং কোন কোন বনভূমির পরিবর্তন হয়েছে (কমেছে/ বেড়েছে) তা চিহ্নিত করবে। এক্ষেত্রে আমরা শ্রেণিতে মাল্টিমিডিয়ার সাহায্যে ২০০০ ও ২০২০ সালের পৃথিবীর মানচিত্রে বনভূমির পরিবর্তনগুলো দেখাবো।
- এরপর তারা বাংলাদেশের মানচিত্রের সাহায্যে বাংলাদেশের প্রধান প্রধান বন আচ্ছাদিত এলাকার অবস্থান দেখবে এবং বাংলাদেশের খালি একটি মানচিত্রে বিভিন্ন রং ব্যবহার করে কোন বনভূমি কোথায় কোথায় আছে এবং তার নামসহ চিহ্নিত করবে।

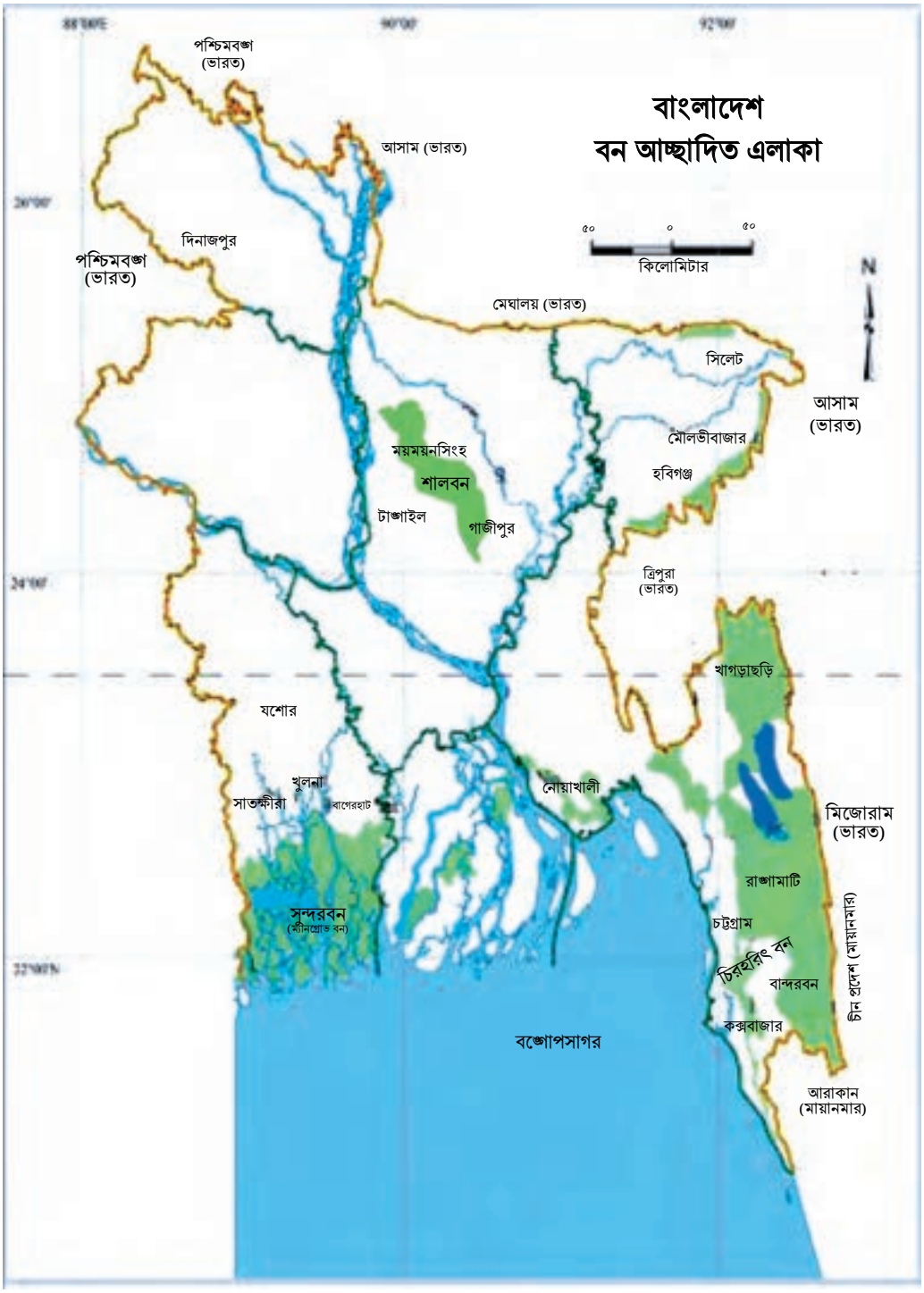
বাংলাদেশ
বন আচ্ছাদিত এলাকা
পশ্চিমবঙ্গ (ভারত)
আসাম (ভারত)
দিনাজপুর
পশ্চিমবঙ্গ (ভারত)
কিলোমিটার
N
মেঘালয় (ভারত)
সিলেট
আসাম (ভারত)
মৌলভীবাজার
হবিগঞ্জ
ময়মনসিংহ
শালবন
টাঙ্গাইল
গাজীপুর
ত্রিপুরা (ভারত)
খাগড়াছড়ি
যশোর
খুলনা
সাতক্ষীরা
বাগেরহাট
নোয়াখালী
মিজোরাম (ভারত)
রাঙ্গামাটি
সুন্দরবন
(মীনগ্রোভ বন)
চট্টগ্রাম
চিরহরিৎ বন
বান্দরবন
চীন প্রদেশ (মায়ানমার)
কক্সবাজার
বঙ্গোপসাগর
আরাকান (মায়ানমার)

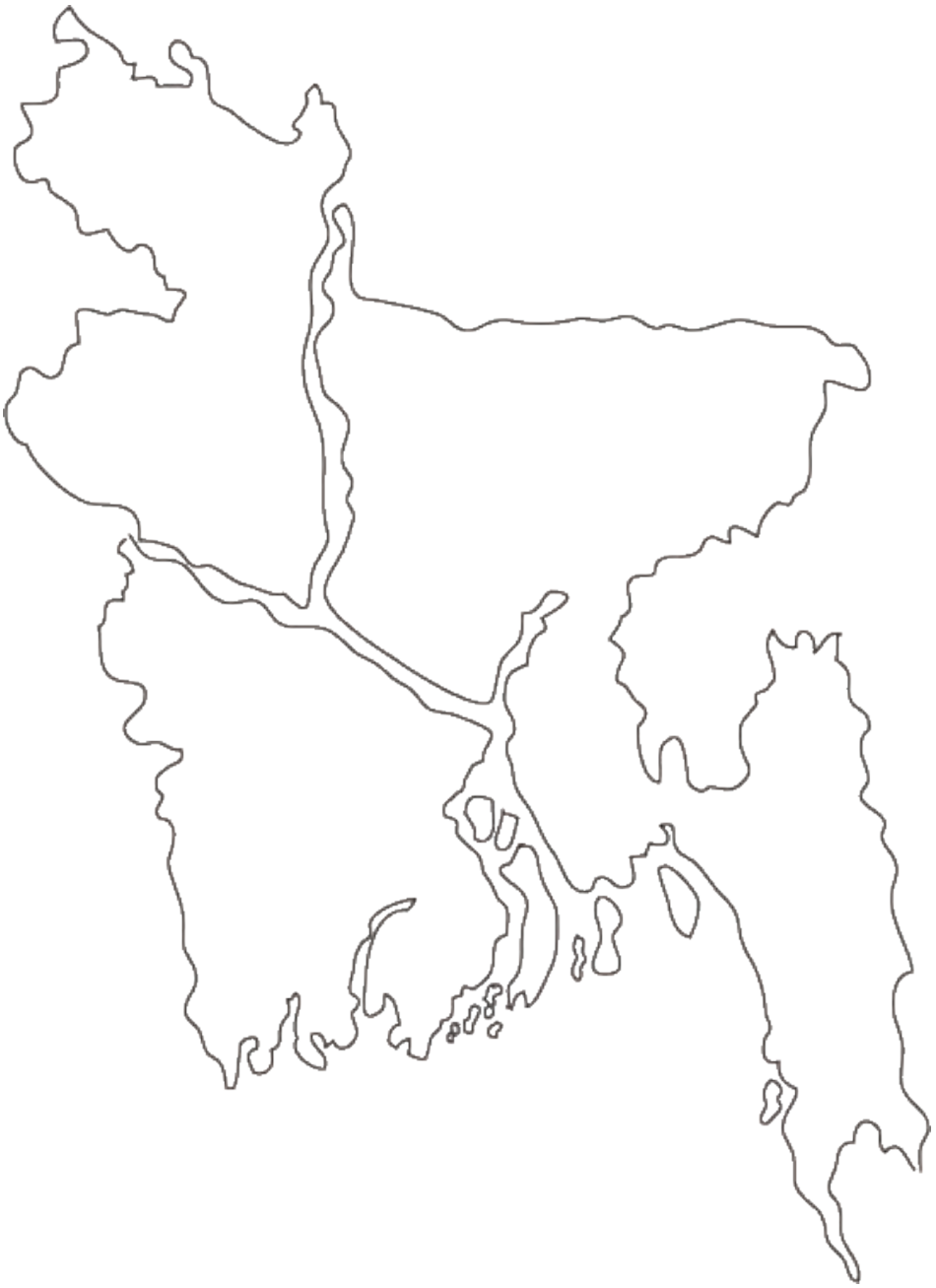

- এরপর শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশের বনভূমির পরিবর্তনের একটি ক্রম মানচিত্রের মাধ্যমে দেখবে। পরে দলীয় ভাবে বাংলাদেশের বনভূমির এ ধরণের পরিবর্তনের ফলাফল কি হতে পারে এবং টেকসই ভাবে সংরক্ষনে কি কি ভূমিকা নেওয়া যেতে পারে তা অনুসন্ধান কার্যক্রমের মাধ্যমে অনুসন্ধান করবে এবং অনুসন্ধান পরবর্তী ফলাফল পোস্টার এর মাধ্যমে অথবা নাটক আকারে উপস্থাপন করবে।

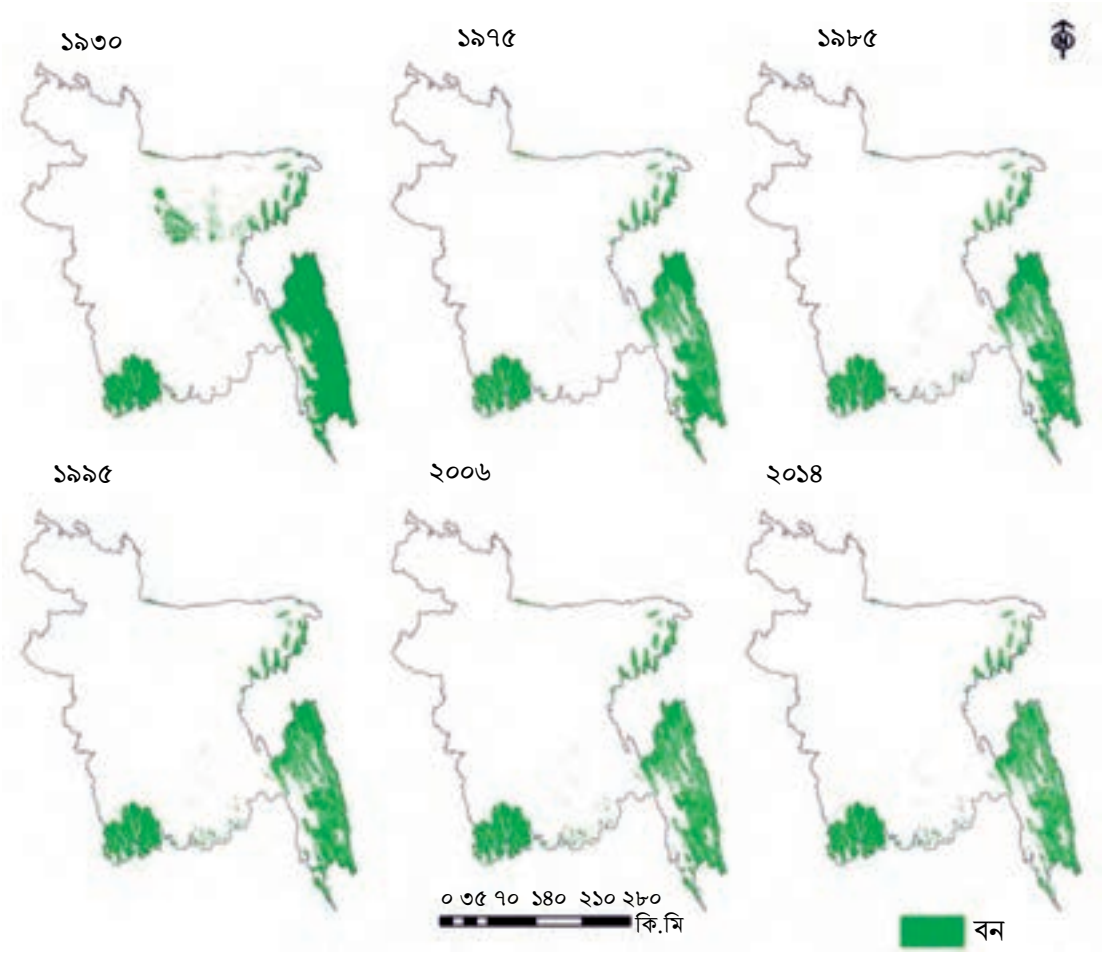

বনভূমির নাম ও অবস্থান	বর্তমানে কি কি পরিবর্তন হয়েছে	পরিবর্তনের কারণ সমূহ	এসকল পরিবর্তন আমাদের জীবনে কোন কোন প্রভাব ফেলতে পারে	টেকসই উন্নয়নে কি কি পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে

সেশন ১২-১৪: প্রাকৃতিক দুর্যোগ এর অভিধান তৈরি ও নিজ এলাকার প্রাকৃতিক দুর্যোগ সম্পর্কে অনুসন্ধান

শিক্ষার্থীরা পূর্ববর্তী কাজের মাধ্যমে এটা নিশ্চয় বুঝতে পারবে যে দিন দিন আমরা মানুষরা প্রকৃতির একটা ছেটো অংশ হয়েও অবিরত প্রকৃতিকে ধ্বংস করে চলেছি, নষ্ট করে চলেছি প্রাকৃতিক ভারসাম্য।আর এই ভারসাম্য নষ্ট হলে আমরা যে বিপদের সম্মুখীন হবো তা হলো প্রাকৃতিক দুর্যোগ। এখন শিক্ষার্থীরা পরবর্তী কয়েকটি কাজের মাধ্যমে পৃথিবীব্যাপী ও বাংলাদেশে ঘটে যাওয়া কিছু প্রাকৃতিক দুর্যোগ সম্পর্কে জানবে।

- প্রথমে শিক্ষার্থীরা প্রত্যেককে একটি করে দুর্যোগ অভিধান তৈরি করবে। ষষ্ঠ শ্রেণিতে শিক্ষার্থীরা ভূমিরূপের অভিধান তৈরি করেছিলো ঠিক একইভাবে তারা এখন দুর্যোগ অভিধান তৈরি করবে। কাজটি করার জন্য প্রত্যেকে তারা একটি ডায়েরি বানাবে, পরে তারা যে যে দুর্যোগ সম্পর্কে জেনেছে এবং ভবিষ্যতে জানবে তার প্রত্যেকটির একটি করে ছবি এবং সেটি সম্পর্কে কয়েকটি লাইন ডায়েরিতে লিখবে।
- অভিধান বানানো হলে তারা প্রত্যেকে তাদের বন্ধুদের সাথেও তা বিনিময় করবে।
- এরপর আমরা শিক্ষার্থীদের দলে ভাগ করে একটি **প্রকল্পভিত্তিক** কাজের মাধ্যমে তাদের এলাকায় কোন কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ হয়, এ সকল দুর্যোগের কারণে আমাদের কোন কোন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় এবং এটি প্রতিরোধ করতে টেকসই ব্যবস্থাপনা কি কি হতে পারে তা অনুসন্ধান করতে সহযোগিতা করবো। এই অনুসন্ধানের জন্য তাদের যে যে তথ্য প্রয়োজন হবে তা তারা তাদের পরিবার/ এলাকায় মানুষদের কাছ থেকে নিতে পারবে।
- শিক্ষার্থীরা এবার তাদের অনুসন্ধান হতে প্রাপ্ত ফলাফল একটু অভিনবভাবে উপস্থাপন করবে। এবার তারা তাদের ফলাফল গুলো নিয়ে একটি পত্রিকা তৈরি করবে। পত্রিকার শিরোনাম দেবে **আমাদের পত্রিকা: দুর্যোগ সংখ্যা।**

থিম ২: টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে কার্যকর ভূমিকা পালন

শিক্ষার্থীরা অনেক গুলো কাজের মাধ্যমে নিজস্ব পরিসরে প্রতিবেশ, বৈশ্বিক পরিসরে বিভিন্ন ধরণের বায়োম, বৈশ্বিক ও বাংলাদেশের পেক্ষাপটে বনভূমি ও বনজ সম্পদ;এসব সম্পদ ব্যবহারে প্রকৃতি ও মানুষের আন্তঃসম্পর্ক সম্পর্কে এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগে তার অবস্থান সম্পর্কে জেনেছে। এই সেশনের মাধ্যমে তারা খুঁজে বের করবে কিভাবে এসব সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার এবং প্রকৃতির সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা যায়। পরে ক্লাব কার্যক্রমের মাধ্যমে এলাকার মানুষের সহযোগিতায় সে সমস্ত উপায় সমূহ নিজেদের জীবনে বাস্তবিক প্রয়োগের ক্ষেত্র তৈরি করবে।

সেশন ১৫-১৮: কমিউনিটি কে সম্পৃক্ত করে এলাকার টেকসই উন্নয়ন সূলক কার্যক্রম চিহ্নিতকরণ ও বাস্তবায়ন

- এই সেশনের শুরুতে আমরা উন্মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে তাদের বলবো যে যেকোনো সম্পদ অসীম নয়, এবং এসকল সম্পদ সুষ্ঠু ভাবে ব্যবহার না করলে একদিন শেষ হয়ে যাবে।

- এরপর বণ্যপ্রাণী সংরক্ষণ ক্লাব ও সক্রিয় নাগরিক ক্লাবের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা পরিবার, বিদ্যালয় এবং সমাজে এমন কিছু কাজের তালিকা তৈরি করবে যা তার এলাকার সম্পদের টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করবে এবং সে সকল কাজ তারা বছর ব্যাপী নানা কার্যক্রমের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করবে। (রুব্রিক্স ব্যবহার করে মূল্যায়ন করা হবে। এক্ষেত্রে শিক্ষক, অভিভাবক এবং যেসকল ব্যক্তিবর্গ শিক্ষার্থীদের টেকসই উন্নয়ন মূলক কাজে সাহায্য করবেন তারা মূল্যায়নে অংশগ্রহণ করবেন।)

কাজের তালিকার নমুনা:

এলাকায় সম্পদের টেকসই ব্যবহার মূলক কাজ:

১. বর্জ্য ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে পচনশীল ও অপচনশীল এই দুই ধরণের বর্জ্য আলাদা করে সংগ্রহ করার জন্য ইউনিয়ন পরিষদ/ পৌরসভায় অনুরোধ পত্র প্রেরণ ও বাস্তবায়নে উদ্যোগ গ্রহণ।

২. এলাকায় পুকুর, খাল বা অন্যান্য পানির উৎস যা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তা পুনরায় ব্যবহার যোগ্য করে তোলার জন্য ইউনিয়ন পরিষদ/ পৌরসভায় অনুরোধ পত্র প্রেরণ এবং বাস্তবায়নে উদ্যোগ গ্রহণ।

৩. এলাকায় ও নিজের আবাসনে পানি, গ্যাস, বিদ্যুৎ সহ সব ধরণের প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারে টেকসই ব্যবস্থাপনা গ্রহণ

৪. নালা পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য এলাকাবাসীকে সচেতন করা।

৫. সামাজিক বনায়ন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।

৬.....

শিখন অভিজ্ঞতার নাম: সম্পদের উৎপাদন ও সমতার নীতি

শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা ৮.৮: বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে সম্পদের উৎপাদন, বণ্টন, ভোগ ও সংরক্ষণের চর্চা সামাজিক সমতার নীতির ভিত্তিতে পর্যালোচনা করতে পারা।

মোট সেশন সংখ্যা: ২০টি **মোট কর্মঘণ্টা: ১৪ ঘণ্টা**

সামগ্রিক কাজের বিবরণী:

এই অভিজ্ঞতায় শিক্ষার্থীরা তাদের নিকটস্থ বাজারে প্রাত্যহিক জীবনের ব্যবহার্য পণ্যের দাম নির্ণয়ের একটি জরিপ পরিচালনা করবে। জরিপ থেকে কোন কোন পণ্যের দাম বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে সেগুলো নির্বাচন করে একটি তালিকা করবে। শিক্ষার্থীরা পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত অভিজ্ঞতা থেকে কেন্দ্রীয় সমস্যার আলোকে দাম বৃদ্ধি পাওয়া পণ্যগুলোর উৎপাদন, বণ্টন, ভোগ ও সংরক্ষণ প্রক্রিয়া অন্বেষণ করবে। দাম বৃদ্ধি পাওয়ার কারণগুলো তারা সনাক্ত করবে। পণ্য বা দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি সমাজে কী ধরণের বৈষম্য তৈরি করতে পারে তা নির্ণয় করবে। শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশের অর্থনীতিতে সমতা নিশ্চিতকরণের জন্য পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত বিভিন্ন অর্থব্যবস্থার আলোকে নিজেদের মতো করে একটি মডেল তৈরি করবে। এই মডেলের মাধ্যমে তারা পণ্যের দাম বৃদ্ধিকে কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায় তা উপস্থাপন করবে।

শিক্ষার্থীরা শিখন-শেখানোর অভিজ্ঞতামূলক চক্রের বিভিন্ন ধাপে কি কি কার্যক্রম পরিচালনা করবে তা নিচে দেওয়া হল:

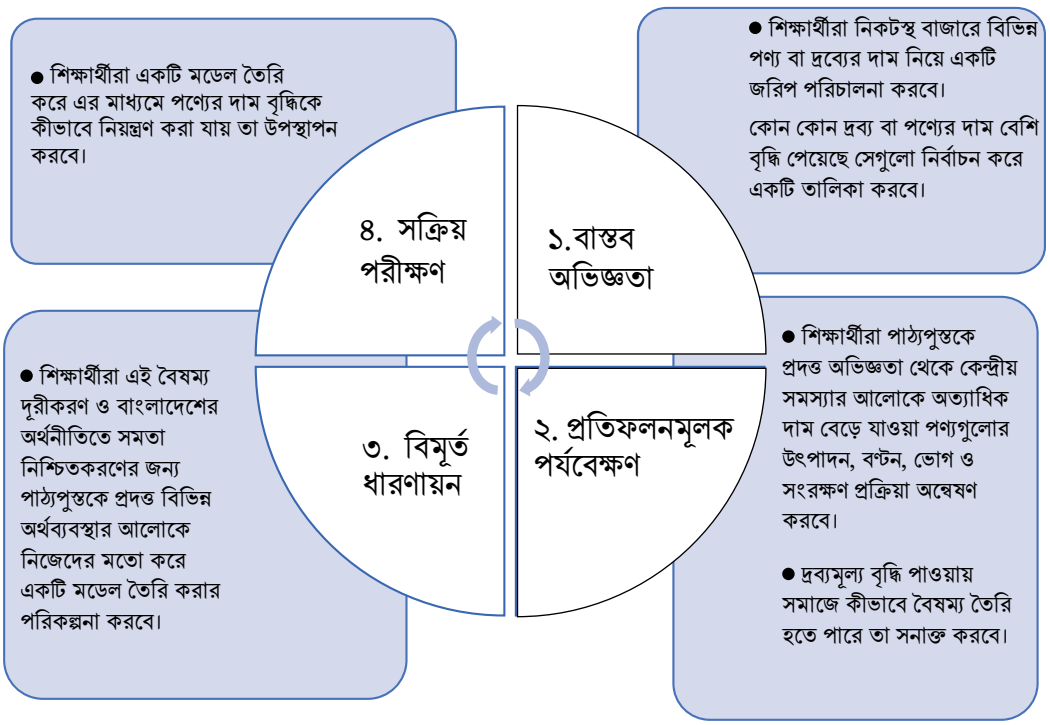

থিম নং	থিম	সেশন
১.	পণ্য উৎপাদন, বণ্টন, ভোগ ও সংরক্ষণ চর্চার প্রক্রিয়ার অন্বেষণের মাধ্যমে পণ্য বা দ্রব্যের দাম বৃদ্ধির কারণ অন্বেষণ	১-১২
২.	বিভিন্ন অর্থব্যবস্থার আলোকে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি হ্রাসের মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে সমতা নিশ্চিতকরণে একটি মডেল তৈরি	১৩-২০

থিম ১: পণ্য উৎপাদন, বণ্টন, ভোগ ও সংরক্ষণ চর্চার প্রক্রিয়ার অন্বেষণের মাধ্যমে পণ্য বা দ্রব্যের দাম বৃদ্ধির কারণ অন্বেষণ

সেশন ১:

- শিক্ষার্থীদের ৫-৬ জন নিয়ে একটি দল গঠন করতে বলুন। এভাবে কয়েকটি দল গঠন করার নির্দেশনা দিন।
- প্রতিদলে শিক্ষার্থীদের প্রাত্যহিক জীবনের ব্যবহার্য কয়েকটি পণ্যের তালিকা তৈরি করতে বলুন।
- এগুলোর মধ্যে কোনগুলো অতিব প্রয়োজনীয়, প্রয়োজনীয় ও কম প্রয়োজনীয় তা নির্ণয় করে পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত ছকের মাধ্যমে উপস্থাপন করার নির্দেশ দিন।

সেশন ২:

- শিক্ষার্থীদের অতিব প্রয়োজনীয় ও প্রয়োজনীয় পণ্যগুলোর তালিকা নির্ণয় করতে বলুন।
- শিক্ষার্থীদের এই পণ্য বা দ্রব্যেগুলোর মূল্য বা দাম সম্পর্কিত একটি জরিপ পরিচালনার নির্দেশনা দিন। তারা নিকটস্থ কোনো বাজার পরিদর্শন করে পণ্য বা দ্রব্যের মূল্য বা দাম সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করবে তা বুঝিয়ে বলুন। এই কাজটি করার জন্য তাদের প্রতিদলে আলোচনা করে একটি জরিপ ফর্ম তৈরি করার নির্দেশনা দিন। নিচে একটি নমুনা জরিপ ফর্ম দেওয়া হলো।

জরিপ ফর্ম		
স্থান:	বাজার/দোকানের নাম:	
পণ্যের নাম	পণ্যের মূল্য	
	বর্তমান মূল্য	এক বছর আগের মূল্য

সেশন ৩-৫:

- শিক্ষার্থীরা নিকটস্থ বাজার পরিদর্শন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।
- শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তার বিষয়টি সর্বাধিক গুরুত্ব সহকারে নিশ্চিত করুন।
- শিক্ষার্থীদের দলগতভাবে সুশৃঙ্খলভাবে বাজার পরিদর্শন করার জন্য নির্দেশনা দিন।
- শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেশি হলে অর্ধেক সংখ্যক দল নিয়ে একদিন বাজার পরিদর্শন করুন। অবশিষ্ট সংখ্যক দল নিয়ে আরেকদিন বাজার পরিদর্শন করুন।
- প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সহায়তা গ্রহণ করুন।
- শিক্ষার্থীরা বাজার পরিদর্শন করে বিক্রেতার কাছ থেকে দলগতভাবে তাদের জরিপ ফর্মের পণ্যগুলোর বর্তমান ও এক বছর আগের মূল্য সম্পর্কে তথ্য নিতে বলবেন।

সেশন ৬-৭:

- শিক্ষার্থীদের তাদের দলের সংগ্রহিত তথ্য আলোচনা করে কোন কোন পণ্যের মূল্য অধিক বৃদ্ধি পেয়েছে তা নির্ধারণ করতে বলুন।
- প্রতিদল থেকে ১-২ জন তাদের দলগত কাজ উপস্থাপন করার নির্দেশনা দিন।
- শিক্ষার্থীদের অন্য দলের উপস্থাপন মনোযোগ দিয়ে শুনতে বলুন।

সেশন ৮-১০:

- শিক্ষার্থীদের দলগতভাবে পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত কেন্দ্রিয় সমস্যার অভিজ্ঞতা ও অনুশীলনীর আলোকে যে পণ্য বা দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে তার উৎপাদন, বণ্টন, ভোগ ও সংরক্ষণ প্রক্রিয়া অন্বেষণ করতে বলুন। এজন্য তারা পাঠ্যপুস্তক, সহায়ক বিভিন্ন বই ও ইন্টারনেটের সহায়তা নেওয়ার নির্দেশনা দিন।

সেশন ১১:

- দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধির ফলে সমাজে কী কী বৈষম্য দেখা দিতে পারে সে বিষয়ে দলগতভাবে শিক্ষার্থীদের আলোচনা করে লিখতে বলুন।

সেশন ১২:

- প্রতিদল থেকে ১-২ জন তাদের দলগত কাজ উপস্থাপন করার নির্দেশনা দিন।
- শিক্ষার্থীদের অন্য দলের উপস্থাপন মনোযোগ দিয়ে শুনতে বলুন।

থিম ২: বিভিন্ন অর্থব্যবস্থার আলোকে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি হ্রাসের মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে সমতা নিশ্চিতকরণে একটি মডেল তৈরি

সেশন ১৩-১৫:

- শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত **বিভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা** অভিজ্ঞতার সংশ্লিষ্ট দলীয় কাজ পরিচালনা করুন।
- শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন অর্থনৈতিক অবস্থা (পুঁজিবাদী, সমাজতান্ত্রিক, মিশ্র ও কল্যাণ অর্থনীতি) সম্পর্কে পাঠ্যপুস্তকের অভিজ্ঞতার আলোকে আলোচনা করে বুঝিয়ে দিন।
- পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত অর্থনৈতিক বৈষম্য ও সমতার নীতি আলোচনা করে বুঝিয়ে দিন।

সেশন ১৬:

- শিক্ষার্থীদের আবার পূর্বের দলে বসে কাজ করার নির্শেনা দিন।
- শিক্ষার্থীরা দলগতভাবে দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধির ফলে সমাজে যে বৈষম্যগুলো হবার সম্ভবনা নির্ণয় করেছিল সেগুলো দূরীকরণ কীভাবে করা যায় তা নিয়ে কিছুক্ষণ ভাবতে বলুন।
- বাংলাদেশের অর্থনীতিতে সমতা নিশ্চিতকরণের জন্য পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত বিভিন্ন অর্থব্যবস্থার আলোকে দলগতভাবে একটি নতুন মডেল তৈরি করার পরিকল্পনা করার নির্দেশনা দিন।

সেশন ১৭-১৮:

- শিক্ষার্থীদের পোস্টার পেপার/পাওয়ার পয়েন্ট/পুরনো ব্যবহৃত ককশিট বা কাগজ দিয়েও এই মডেল তৈরি করতে পারে তা বুঝিয়ে বলুন।
- মডেলটিতে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে সমতা নিশ্চিতকরণ এবং দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির ফলে সৃষ্ট সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণের উপায় সম্পর্কে আলোকপাত করতে হবে ।
- প্রতিদল থেকে একটি মডেল তৈরি করার নির্দেশনা দিন।

সেশন ১৯-২০:

- প্রতিদলের ২-৩ জন তাদের তৈরি করা মডেলের মাধ্যমে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিকে কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায় এবং দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির ফলে সৃষ্ট বৈষম্য কীভাবে দূর করা যায় তা উপস্থাপন করতে বলুন।
- শিক্ষার্থীদের প্রতিটি দলের উপস্থাপনা মনোযোগ দিয়ে শুনতে বলুন।

"যে জাতি স্বাধীনতাকে ভালোবাসে
সে জাতিকে বন্দুক-কামান দিয়ে দাবায়ে রাখা যায় না।"
-বঙ্গবন্ধু

২০২৪ শিক্ষাবর্ষ

অষ্টম শ্রেণি

শিক্ষক সহায়িকা

ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান

শিক্ষাই দেশকে দারিদ্র্যমুক্ত করতে পারে

– মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

পরিশ্রম উন্নতির চাবিকাঠি

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য **'৩৩৩'** কলসেন্টারে ফোন করুন

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টার **১০৯** নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য